প্রথম প্রকাশ
৫ই আশ্বিন, ১৩৫৯

প্রকাশনায়
তপনকুমার দাশ
বি. চাঁদ এণ্ড সন্স
৯/৪ পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণে
জাগরণী প্রেস
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০১২

শ্রীমতী অনিতা বিশ্বাস
আম্বাঝারী ডিফেন্স প্রজেক্ট
নাগপুর—৪৪০০২১
মহারাষ্ট্র

উৎসর্গ

বন্ধুপ্রতিম

শ্রীঅরুণকান্তি বিশ্বাস

ও

শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

দীর্ঘ পর্যটনে

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

এই গতিশীল বিশ্বে যাহা কিছু চলমান বস্তু আছে তাহা
ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত।—ঈশ উপনিষৎ

আমারো সামনে ছিলো হ্রদ, টলটলে
স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব।

কোনো টান-দেয়া অছিলায় নয়
কোনো ফেলে-দেয়া পূজার
ফুলের মতো নয়; অথবা নিছক যাত্রী
ঘুরে ফিরে কতো কিছু ছাখে—সেইভাবে
হ্রদ ছাখা নয়।

আমিও এসেছি
কোনো বায়ুচাপ-ঠাসা জোর করা নয়;
একান্ত আবেগ মেপে,
সাথে শস্যদানা, হৃদয়ের ভাপ।

দেহশুদ্ধ বয়ে নিয়ে আমি চলি পর্যটনে।
বেগবান ঘোড়া, পাশ থেকে ছুটে চলা বণিককুমার
সাদা আলোর সড়কে দেখি ছিটে-ফোঁটা
লাল-নীল বাতি,—পথিক-মনোরঞ্জনে
ধারে ধারে পোঁতা বিদেশের চারা।

অনেকে এসেছে দেখি ছেলে-মেয়ে-বউ
বুড়োবুড়ি
বড়ো নৌকা বয়ে চলে এখনের কেউ।

একদিন এক নারী দেহচর্ম খুলে ফ্যালে। শুধু রক্ত পিণ্ড
যোনিপাছাবুক কিছু নেই;

নীল শিরা, উপশিরা, সব কাটা-ছেঁড়া
একান্ত দেহের প্রেমী কোণাকুণি ছাখে···

তির্যক সূর্যের তেজ
একেবারে ঢোকে মজ্জার ভিতর, কোণাকুণি
দিগন্তে ঘোড়ার বেড়া। অশ্বারোহী তিন
যম-জ্যোতি-ভগবান।

অতি ধীরে দিন। (আমি বেশ জানি)
আরো আগে ছিলো···কী জানি কেমন
কতোদিন আগে ? অতি ধীরে নাকি জোরে ?
কী জানি রাত্রির বেড়া কতো দূরে ছিলো
দুপুর ছাপিয়ে—না জানি কি ঠিক, অথবা বেঠিক।

দিনের সহজ বলা, খোলাখুলি ক্ষেত
বহা নদী, পাখি উড়ে চলা
দিনেই সহজ ছবি,—না-জানা নিবিড় অর্থে
যারা দিনে গান করে—খোলা হাটবেলা
খালি পায়ে দিনে-ই সহজ হাঁটা। কখনো ঘনায় মেঘ
দিনে। দিনে বায়ু বয়, নদী স্থির থাকে
নদী রাতে বাড়ে। খেলা, প্রেম, বংশবৃদ্ধি
নদী রাতে স্থির করে।

আমি ঠিক জানি কিছু ভেদ ছিলো
এখনের চেয়ে। নীল বাতি জ্বালা বিছানার আগে
সবুজ বাগান ধোয়া প্রতি দুপুরের পরে—
নিজস্ব ভয়ের কথা আগে ভেদ ছিলো
এখনের চেয়ে।

কেউ কোথা নেই, চারিদিক অন্ধকার ঢাকা

তমালের দেহ, শাল, তাল, মেহগনি
বন থেকে বনে হেঁটে চলে বনরাজিনীলা।

আকাশের সাথে কথা বলে গাছ। [এখন মোটেই গাছ নয়]
নিরিবিলি ঝাউ, তরল জলের পাতা শুধু ঢেউ তোলে
উথাল-পাথাল সাগরের বুকে, ঘন রাতে, গাছে
গাছের শিকড়ে, আকাশে আর সাগরে ঢেউ ওঠে।
রাতে ঢেউ ওঠে পৃথিবীর বুকে। এতো ঢেউ টলোমলো
তবু উথালে-পাথালে
পৃথিবী রয়েছে ঠিক গাঢ় আস্বাদনে।

নদী আর কাঁটা-ঝোপ থেকে, আর দীর্ঘ
সময়ের থেকে যখনই ঝরে পড়ে কথা
আমি খুঁজে নিয়ে তিল তিল সঞ্চয়ের ডালি
কাটা-ছেঁড়া দিন আর হলুদ ভয়ের দিন
সব সাথে নিয়ে, ঘন কালো রাত
শিশিরের ভোর আর পায়ের অনেক নীচে
ঘুমিয়ে থাকা পৃথিবী, মায়ের মতো আবেগ
চোখ জল ভাষা
আর তীব্র শব্দে ভেঙ্গে পড়া পৃথিবীর কথাগুলো
নীলচে মেঘের দল, শব্দভেদী জল, তুষারের সাথে
বয়ে নিয়ে উধাও দিকের শেষে আর কোনো দিকে।

তিনরঙা খুব দেখি খুব ভোরবেলা
চলেছে নিজের দেশে সাথে বড়ো ঝোলা
আবারো কাটবে মাটি পৃথিবীর বুকে
ভেবেছে লোহার হাতে পৃথিবীর বুকে
ক্ষত যত রেখে যাবে ছুটে চলা দায়
পৃথিবীকে কোনোদিন যেন ভোলা যায়।

আরো দেখি রাত নিয়ে এক রাত-কাণা
খেলা করে বেতো রুগী এতো ঢিলে-ঢালা
কিছু নেই বোকা মেয়ে, নেই জানা-শোনা
তারি ফাঁদে পড়ে দেখি যেন বোবা কালা।

তারপর সারাদিন কেঁদে মরে মেয়ে
দিন গেল, আলো গেল আর এলো রাত
তবু কেন ভুলে গেল যত লাজ খেয়ে,
হায় মেয়ে হারে সব খুয়ে তার জাত !

ফিরেছো ক্লান্তির শেষে ? এ কি উত্তরণ ?
নাকি দেহ খোঁজা ?
অপসীমা ছুঁয়ে চলা, দূর দেখা
সীমারেখা প্রতি ?

বুঝি কিছু নয়। খেয়া পার হয়ে ঘাটের তিলক
কপালে চর্চিত লিপি—দরবেশ বেশে
একহাত রাঙা অশোক-পলাশ—অনেক যোগিনী
নালা পার করে দেহের সাঁকোয়।

হারাত না যদি পথ-ঘাট, যদি
বয়ে যেত খেয়া বাঁকে বাঁকে
নিজস্ব আবেগে যদি সময়ের ঢেউ
ঢেউ মহাসাগরের যদি বয়ে যেত···
মিলনের ক্ষতগুলো, মোহ-মায়া নয়
জিভে চেটেপুটে শস্য ক্ষেতগুলো নয়
খাল বিল মজা নদী যদি বয়ে যেত···

মিলনের ক্ষত যদি বয়ে যেত ; পলিথিনে মোড়া
যত ঘুণে-ধরা যদি ক্ষয়ে যেত, ক্ষয় যদি

বোধ হয়ে যেত দিনের ক্ষয়েতে
আকাশের বেলা যদি রয়ে যেত
সাথে মানুষের মন গহীন-অতল।

মানুষের ওঠানামা, ভেদাভেদ জ্ঞান
মানুষের জ্বলা-নেভা আর কিছু নয়
কিছু নয়, সব কিছু মুছে যাবে
এই দীর্ঘ পথে হেঁটে যেতে যেতে।

তাই দেখি জ্বলে আর নেভে
জীবনের ঘাটে ঘাটে যত শুকতারা, সব ভোরে নয়
দুপুরে-বিকেলে, কোনো মাঝরাতে কেউ জ্ব'লে ওঠে।
এতো খেয়া বাওয়া, তবু তীরে বাঁধা নদী
এতো পথচলা, তবু ঘরে ফেরা মতি
এতো দিনক্ষণ, কতো না সকাল, দিনভর
তবু রাত থাকে, নীহারিকা জ্বলে, ছোট ধূমকেতু
এতো আলো তার সমস্ত অঙ্গার, ছাইপাশ জমে
পৃথিবীর বুকে, সাগরের ঢেউ এতো জল-ভার
মেঘ ডেকে ওঠে উথাল-পাথাল, চাতকের ডাক
সেও ডেকে মরে, বড়ো তৃষ্ণা তার।

দেখি, আগুনের বেশে কেউ এসে বসে
শরীরে আমার। এই পথঘাট চলা
মেয়ে দেখে বলা—কাম, ক্রোধ, জ্বালা
সেই এক রাত, তারপরে আরো রাত
তারপর আর রাত নয়—সুস্পষ্ট সকাল
বারবেলা, দুপুরের বেলা, সব বেলা
এতো তেজ তার জ্বলে আর নেভে, জ্বলে
জ্বলে শরীরের সব ; আরো আগে জ্ব'লে মরে

যত জ্বালা থাকে।

এইখানে গ্লানি এলো, ঘৃণা এলো, তিক্ত এলো
এলো না তো জীবনের স্বাদ, নিবিড় কুয়াশা মেখে
সাদা-ডানা মেয়ে, আগেই দেখেছি তাকে
বহুদিন আগে ছিলো দলে দলে, ঝাঁকে-ঝাঁকে
ফুলে, পল্লবে-পল্লবে—কতো দিন আগে
সেই সব দিন—বেশী দিন নয়, হাতের মুঠোতে
আছে মনের মন্দিরে।
জলে-জলে খেলা, আকাশে, পাথরে
নীল মেঘে, আগুনে-বাতাসে সেইসব খেলা
এতো মনে আছে, কোনো ভুল খেলা নয়
মানুষের খেলা ; মানুষেরা যদি খেলা করে
মানুষ-মানুষী, যদি খেলা করে আরবার—
সেই নদী আছে কোথাও বিশীর্ণ নয়। ভরা
আকাশে ও বনে, বনস্থলী ক্ষেতে
সব ফুল আছে কোথাও বিশুষ্ক নয়
নীল মেঘ কতো বয়ে চলে ; বৃথা পাখি
চলে যায়, আকাশ বাতাস কতো ক্ষয়ে যায়
দিনগুলো এতো চলে যায়
কিছু নয়, একবার খেলা—
শিশু যারা, যেন খেলা করে আরবার
মানুষ-মানুষী যদি খেলা করে আরবার
আর কিছু নয়, সব মনে পড়ে ভীষণ নির্ভুল।

এই এক দীর্ঘ পর্যটন। ঘুরি-ফিরি
বুঝি শান্তি এই, নিরিবিলি পাতা
পাতার ছাউনি ঘর আর ঘরের ভিতর

জল নয়, আলো নয়, আকাশ নৈঃশব্দ কিছু নয়
শুধু প্রাণ আছে, মাটির গভীরে
গভীর যোনির মূলে
নিবিড় গভীর খেলা। ঘণ্টা বাজে
ঘন মেঘ জমে এলে,
ময়ূর-ময়ূরী নাচ করে।

এক মেয়ে আছে সুগোছালো
নাচে-নাচে সারা দেহ ; দেহ পদ্মময়
নেচে নেচে ঘোরে—
এই দীর্ঘ পর্যটনে, বোঝে শান্তি এই
নিরিবিলি পাতা আর পাতার ছাউনি ঘর
আর ঘরের ভিতর কিছু নয়
শুধু প্রাণ আছে আর প্রাণের ভিতর
সেও এসে নাচে এ কী নৃত্যকলা !

এই সব নাচ-গান আমি মনে রাখি অনেক বছর
আমি আনন্দের দিনে সব মনে করি
শিশুদের মাঠ, খোলা ছাদ
খুব ঘন বন আর একেলা নদীতে
মনে পড়ে এদেশের দূরে—এক নদী আছে
পাড় মজবুত। স্বচ্ছ সাদা জল
দুই তীরে ক্ষেত—নদী স্রোতোময়
মাঝি দাঁড় টানে পাল তোলা
চিক্‌মিক্ হাসি, স্রোতে ভেসে চলা
কোনো বাধা নেই, কোথায় থামবে তরী
আর কতো দূরে ? সব মনে রাখি
আকাশের খেলা, ঢেউ ; তিনরাত জলে ভাসি
কিছু মনে নেই—কোথায় থামবে তরী

আর নয়, এবার ফিরবো আমি দৃঢ় শান্তি ঘরে

দিনরাত আর বছর-বয়স
সমস্ত কাটাবো আমি মানুষের ভীড়ে
আমার জন্মের দিনে—শিশুকাল
বেড়ে ওঠা কিশোর যৌবন
প্রৌঢ় আর মরণের দিনে
আমি ফিরে যাবো।
সুন্দরী যুবতী মা আমার,
কোথায় ভাসালে তরী, আর কতো দূর ?
এই ছাখ শুয়ে আছি
বড়ো শীত ভয়।

এখন আগুন ভালো। দেহের ও বাইরের
জ্ব'লে জ্ব'লে
মরামাস আর ধরাচূড়া চাঁদটাকে
হাতে নিয়ে
জ্বেলে
শুনি, রঙ্গীন পিপাসা-আর্ত বেদনার্ত গান।

এখন আগুন ভালো, আগুনের চেয়ে
কিছু ভালো নয় ;
'জবাকুসুম সঙ্কাশং...'আগুনের কথা
আগুনের গান গাই। গানে-গানে
মুখরিত আমার হৃদয়।

অথবা আগুন সব, দেহের ও বাইরের
জ্ব'লে জ্ব'লে
জলে আর নেভে ; জলে জীবনের সব
জীবনের ঘাটে-ঘাটে রেখে চাকে নিজস্ব প্রলয়।

প্রত্যেক সকাল থেকে তুলে আনা
মাতৃভূমি, আমার স্বদেশ—
তোমার সুখের জন্য রক্ত, জল আর
শরীরের মোহ ; প্রথম গানের স্বর,
আদুরে ঘনিষ্ঠ লিপি, সেরা ফাগুনের
চেয়ে বেশী তরুণের মদ, কথা, ভালবাসা
উজাড় করছি আমি দুইহাত ভ'রে।

আমি ভুলে যেতে চাই যত ক্ষয়-ক্ষতি বোধ
তিমির কালিমা লেপা, যত পাপ-ভার
সমুদ্রের পাড়ে খোলা আকাশের নীচে
আমি ভুলে যেতে চাই সব দ্বিধা-বোধ।

সেইসব মৃত কালো কয়লার নীচে
বদ্ধ-গুদামের ঘরে, মরা-বাসি মানুষের চোখগুলো
আমি ভুলে যেতে চাই ; যারা মাঠে কাজ করে
সোনার বাগানে যারা ফল তোলে, খেয়া-মাঝি
জেলে, কামার-কুমোর, দিনে সূর্য-চাপা
সেইসব যারা, সব বেঁধে রাখে,
দুই হাতে ঠেলে যত ব্যথা-ভার
আমি চলে যেতে চাই সেইসব দিনে।

আমাকে দেখাও নীল, তীব্র বিষ-জ্বালা,
কোন্‌খানে পোঁতা আছে খাঁটি মোহ-মায়া
গাছগুলো, মানুষের দেহ-ঝোলা
ছোরা-ছুরি ; কঠিন চাবুক কতখানি ক্ষতে
লাল হয়ে আছে মানুষের ভীড়ে।

আর রক্ত—পুরোনো রক্তের ধারা
এখন গভীরে বয়ে চলে। ফল্গুধারা নদী

বয়ে চলে মাটির গভীরে ; এতো ক্ষত
এতো ব্যথা তার, এতো শীর্ণকায়া
দেহগুলো ছেঁড়া-কাটা, নাক, কান, চোখ, ঠোঁট
সব ছাড়া-ছাড়া ; গলা, বাসি
পচা গন্ধ আসে ; মানুষের কথাগুলো
সব মরে গ্যাছে, মানুষের চোখগুলো
সব বুজে গ্যাছে ; মানুষের ভাষা
মানুষের আশা, খেলা, যত মোহমায়া
সব মরে পচে হেজে-পেজে গ্যাছে ; কিছু নেই
মানুষের নামে আছে দ্বীপের-বিভ্রম।

অতীতের জন্য নয়। ইতিহাস
অথবা স্বপ্নের জন্য নয়,
এ জীবন এতো বাধা পায়
দেহের-মনের, পৃথিবীর বাধা
শরীরের কোষগুলো, অণু-পরমাণু
অথবা আঁধার, ভূমিকম্প, ঝড়জল
হিমরাত, এতো ব্যথা জাগে, তবু
আমি জীবনেই জাগি—দিন, রাত
ঢেউ আকাশের, সাগরের, সময়ের
শরীরের বোধ, জরা, জ্বর, ভয়-লাগা
মানুষের ব্যথা, অশান্ত-বিরোধ
সব কোলে টেনে জীবনে আমার
আমি হেঁটে দেখি এই পর্যটনে...

এখানে প্রাসাদ ছিলো কি অতীতে ?
স্বপ্নে কেউ গড়েছিলো অমরাবতী এখানে ?
নাকি, এখানেই হবে ইতিহাস
বাঁচাবে যা, অথবা মারবে

মানুষের মুখগুলো, ভাষা, আশা, ভালবাসা।

জ্বলুক জীবনে ক্ষয়ে ধরা যত
আগুনের তাপ এসে রক্তশিখা
ছারখার করে দিক ; পচা বাসি,
বেহায়া স্বপ্নের চূড়া ঝরে যাক
কতো দূরে যাবে যত পাপ-ব্যথা-জ্বালা
কোনো পাখা নেই আকাশে উড়বে
জ্বলে-পুড়ে নির্বিশেষে
ছাই হয়ে যাক্ বিশ্বের বিকার।

এখনো নির্জন নই,
ভীড় পথে কেটে গ্যাছে বহুকাল
কুয়াশার ভীড়, পচাবাসি,
সাথে সুখ, বেশী সুখ...
ঘুমে স্বপ্নে ভীড় ছিলো,
আবার প্রচণ্ড ভীড়ে
নির্জনতা ছিলো, বিষাদ আনন্দ
সবকিছু ছিলো মানুষের বাঁচার যা।

বেঁচে থাকা টিকে আছে
আর কিছু নেই, কোনো
ভেদ নেই মানুষে-পশুতে, ঘন
ব্যতিক্রমে চোখে-লাগা ভেদ
টিকে আছে, নিপাতন
এখনো সন্ধির নামে টিকে আছে
স্বরে ও ব্যঞ্জনে ;
তুলিতে কলমে,
যারা ছবি আঁকে—মনে মনে
ভেদ শুধু টিকে আছে

দেখার আলাদা রূপে।

তাই হবে ভাবি,
'পাখি' রূপ নিয়ে হাসে (অথবা অবাধ)
গতকালে 'মরে বাঁচা' পরাধীন ছেলে
অনেক বৃষ্টিতে এখন উজ্জ্বল : —নদীতে, সাগরে
লাল-থোকা ফুল,
আনন্দ-প্রকৃতি—মোটমাট
যত কিছু ভালো, প্রাণ দিয়ে
ডাকে যেন বড়ো পাখি
কাছাকাছি উড়ে আসে
যেন ছোঁয়া যায়।

তবু, কোথা ডাক ছাড়া পায় ?
বেঁধে না পর্বতে অথবা পাথরে ? প্রতিধ্বনি
ব্যঙ্গ করে না বিকৃত কাঁপা স্বরে ? ধূমায়িত ধোঁয়া
আড়াল করে না কোন্ মূর্তি ? স্বদেশী বিদেশী সাজ
কোন্ দেহে একাকার হয় ? চিৎকৃত মাটির স্বর
আর বেহালার ছড়-টানা কাকে কাকে বিহ্বল করে না ?

সময়ের দীর্ঘ ঋণ, আর
দীর্ঘ সময়ের থেকে
মিলে ও সঙ্গতে :
যড়জে পকড়ে মীড়ে
ঘুরে ফেরে আশ্চর্য নিপুণে
তবু
মেলে না শুভমে।

চেনা স্বর, সুর, বাড়ে কমে
নামে না পতন—কারণ

সময় আছে সময়ে প্রবিষ্ট
সময় থাকবে সময়ের দূরে—আর
ব্যাকুল সময়, কাছে টেনে সময়কে
কেঁদে মরে সময়ের ভীড়ে।—তাহলে আমরা
সব কি ছুঁড়ে ফেলবো?
ব্যর্থতায়, অস্বীকারে হবো রুগ্ন
অথবা বাচাল খালি হাত পেট?

মাতৃভূমি, আমার স্বদেশ
যেন হারাতে না-হয় আমার গোপন
স্বচ্ছ কথাগুলো, খোলা-কান, ভালবাসা
যেন হারাতে না-হয় কালো ঘন মেঘে।

বরফের নীল হাত, ক্রমশ ধ্বসের জলধ্বনি
ভুল-ভাল স্বরলিপি, খোলা গাঁট
যেন ভুলে যেতে হয় কবরস্থ প্রতি।

প্রতিটি আগুন থেকে আমি ভেবে বসি
নীল শিখা ধোঁয়াহীন। নদী, তার খোলাজলে·
পাহাড়ের শুভ্র, শুষ্ক পাথর শূন্যতা
নিরেট লোহার থেকে পানপাত্র—তার
সম্পূর্ণ চুমুকে আমি
ভেবে বসি বাস্তব নিঃশেষ।

অবশ্য অরণ্য মেনেছে এখানে সীমারেখা
শিকড়ের জমি ভাগ করা
পাথরের প্রস্তর প্রাচীর
নিঃশেষিত আত্মার তরলে, জল
লঘু-গুরু রাত—ঘন জালগুলো
নিরেট নিথর।

হায় সমস্ত জীবন।
অবরুদ্ধ দিন, হারানো বিনয়
বাগানে ক্ষয়ের মতো রোদ—সূর্য স্নানগুলো
গাছে ফল-ধরা সব
মিশে গ্যাছে রাতে।
হায় রে কনিষ্ঠা শরীরী জাতক,
হায় তপস্বিনী, তুমি কি
মেলেছো হাত দৃঢ় সঞ্চালনে?
খোলা মুঠি কিসের প্রতীক?
জোরালো আগুন জ্বালা কিসের আভাস?
ফোলা ঠোঁটছুটো, ফাঁকা নাক
কিসের উজানে খোঁজা বাষ্পীয় পাথরে?

কোনো জমি নেই ক্ষত ঢাকবার। নিমগ্ন গোধূলী
আত্মাহুতি, পরাভূত গাছের পাতায়
ঘন বায়ুরেখা, সময়ের ধার, আর
প্রবল আক্রান্ত দিনগুলো থেকে
রাতগুলো থেকে, রাতদিন, অথবা ভোরের
হটানো শিশির, বিলুপ্ত নক্ষত্র থেকে
আর কিছু নেই চেয়ে আনবার।

কোথায় আগুন ছিলো পাথরের বুকে?
নীচে জলরাশি, ফোটা কুসুমের গায়ে
কোথায় মিনতি ছিলো ক্ষয়িতের কাছে?
শরীরে লবণ-স্বাদ, চেনা ঘাম-জল
আর পতিত রক্তের কোন্‌খানে ছিলো জয়জয়?
কশাঘাত আর হলুদ বাঘের ডাকে
কোন্‌খানে আছে অদৃশ্য ছড়ানো বিদ্যুৎ?

আমিও ভেবেছি বনে আছে দৃঢ়চেতা
ভূমির নিমজ্জ ঋণে—আমিও ভেবেছি
পাথুরে কয়লা ভেঙে—বড়ো জলাধার ;
আরো নীচে কেন্দ্রবিন্দু দোলকের সাথে
সব কথা লেখা আছে আগের কবির।

ভাসমান মন্ত্রগুলো থেকে দূরে
বিক্ষিপ্ত বাতি পর্যন্ত—আমিও দেখেছি
টান্‌টান্‌ কিছু নয়, গোলাপী গোলাপ ফোটা
কিছু আবেগের নয়। একসাথে চলা আর
তার্কিক নিয়মে
যেন প্রতীক্ষায় নয় কোনো পর্যটনে।

সময়কে বুঝে ঝরা শিশিরের ফোঁটাগুলো
দিনে-দিনে বাড়া নদী সম্বৎসরের জমানো শোক
আর আঙুলের ফাঁকে চাপা আদুরে মুখের মতো
ওহে পরিচিতা!
সাজানো ঘরের নীচে, দ্বিপ্রহরে
কোথায় সাজানো ছিলো মুহূর্তের মুখগুলো?
গেঁজ-ওঠা শস্যদানা, চিঠিপত্র আর সুরক্ষিত ত্বক
কোন্‌টাতে বয়ে চলা ছিলো মানবিক কিছু?
প্রারম্ভিক আগুনের তাপের লালের
কোন্‌খানে ঠেসে ছিলো ভয়ালের কিছু?

হায় স্মারকলিখন!
বলিরেখা আর ফোটা ক্ষত, কোনো কিছু নেই
এবার পাবার। শিশুদের হাড় সব
শরীরের অকাল পতন, সব ভীড় করে আছে ;
একসাথে মৃত দেহগুলো—দেহগুলো মৃত

আর মৃত দেহগুলো থেকে··· ··

দেহগুলো আমি বয়ে আনি নিবিড় কুশলে
জলজলে ডাক ঠোঁট-চাপা, চোখ চিক্‌মিক্‌
দুই হাত দূরের মোচন, ঘন চুল-ওড়া,
দেহগুলো থেকে শব্দ ভেসে আসে,
কী গম্ভীর শব্দে বনস্থলী কেঁপে ওঠে। শব্দ
গভীর নিবিড়ে, শব্দকল্পে ;
শব্দ কুটিল অরণ্যে ছেয়ে আছে।

আমি মৃতদেহগুলো দিয়ে
বড়ো বড়ো নদী, মহানদী, এইসব বইতে দি
নীলরঙা অদৃশ্য জমানো বিদ্যুৎ
আমি মৃতদেহগুলো দিয়ে বইতে দি।
জল আর দীর্ঘ রাত্রি—যত বিয়োগের
এখন জমেছে ভালো একসাথে চলা।

রাত্রি, আর তার প্রস্তুতির সাথে ভাসা জ্বালাগুলো
খসা চাঁদের টুকরো, আর তার বহু নীচে নিমজ্জন
প্রেমের সময় আর মৃত সু-সময়গুলো
ঘনিষ্ঠ হাতের বাঁধ, আর তার বেইমান ক্ষতগুলো

সুসময়, আর নোনা মাটির গভীরে চাপা
সময়ের ছোঁয়াচ বাঁচানো মৃতদেহগুলো,
ফাঁপা কণ্ঠস্বর, আর না-বলা কথার অর্থগুলো,
লবণাক্ত সাগরের, মাটির আর জলের ব্যতিক্রমগুলো

আমিও ভেবেছি বহুবার—যেন পেয়ে যাবো
মগ্ন একটি গভীর সত্য। প্রস্তরের কাঠিন্যের
শিলালিপি, আর তার আদি অক্ষরের

প্রথম জলের অবশ্য কারণ জেনে নিয়ে

বনে হেঁটে চলা বনজ সম্পদে, নদী, আর তার
গতি নিয়ে বিশ্লেষণে, দৈনিক বৃদ্ধির
সাথে সমতালে ফোটা ফুলগুলো—চোখগুলো
আর চোখের ভিতর মণিগুলো—আর
আরো গভীর গহনে

স্বপ্নগুলো থেকে ভাবি তুলে নেবো কথার ভরাট
মুহূর্তের ঝোঁকগুলো, অবসর, কাজের সময়
সুশৃঙ্খল আর ছড়ানো বিষম থেকে
ভাবি সব তুলে নেবো মিশে থাকা খাদ।

আমিও এসেছি 'কথা-খই-ফোটা' শিশুর বাচাল
কতো মৃন্ময় প্রস্তর মূর্ত্তি, না-বলা কথায় চাপা
ধারে খুব ডোবা কুকথার দিন সব
আর উচ্ছলের ছল-ছল তরুণের ভাষা বুকে।

হাত দুটো শক্ত রেখে
আমিও ভেবেছি চাপানো পাষাণভার
দুই তীরে ঢালু জমির পতন
নিরালম্ব শস্য ক্ষেতগুলো
আড়াআড়ি টেনে-তোলা দৃঢ় কারুশিল্প থেকে
মেপে দিতে হবে প্রতিটি প্রাপ্যের হাতে।

সময়কে দৃঢ় ভেবে
ফোটানো সলজ্জ গোলাপ ফুলকে
দিতে হবে অকুণ্ঠ প্রশ্রয়।
গৈরিক বাসনা আর কামুক অগ্রজে
দিতে হবে ঠিকঠাক আশ্রয় কোথাও ;
ভিত্তিমূলে, ভাসানো শরীর নিয়ে

পেতে হবে আরেক জীবন
বেহুলার ভেলা ভেসে।

থেমে, জলবায়ু-বোঝা নদীগুলো, গাছগুলো চিনে
ঘন ক্ষোভে জমা শিলাভূমি—তার অন্তর্দেশে
নির্বাক ঠোঁটের ফাঁকে অন্ধকার আর গুহার প্রদেশে
প্রিয় স্থান ভেবে জ্বেলে দিতে হবে সুমহান শিখা।

আমাকে বোঝাতে হবে কোটিতে জীবন্ত লক্ষ কণাগুলো
ঝড় রুখে-দেয়া শক্ত ডানাগুলো, অগ্নিময় জ্বালামুখে
ঝাড়া-মোছা বাঁধগুলো, তর্‌তরে শরীরী আমেজ নিয়ে
আমি বয়ে চলি মহানের আর দীপ্ত প্রলয়ের।

শোধ করে যেতে হবে মানব ঋণের যত দায়ভাগ
তিক্ত আনন্দের মাঝে, নাকি বিষাদেই, রুদ্ধশ্বাসে
ঘন বাষ্পে, বিষাক্ত বিকারে, এই দীর্ঘ পর্যটনে—
দ্বান্দ্বিক বিলোপে যেন গেয়ে যেতে হবে যত বাধ্যগান।

তবে কি মানুষ বাঁচে দূষিত শোণিতে ?
ভেঙ্গে পথে-ঘাটে সন্ধ্যা নিয়মিতে
ভাঙে রামধনু শুধু নীলে ?
শুদ্ধকাব্যে শুধু গন্ধ ?
প্রত্যাশিত প্রতীক্ষায় শুধুই বিফল ?
পৌরুষে ও নিত্যলাজে চেতনাও ঘুরে মরে চেনা ফাঁদে ?

ধার্মিকের কোথা জয় ?
কোথা নিঃশেষিত নারী পায় লয় ?
'আর-নয়-সমাপ্তি'র কোথা দাগ-টানা ?
চতুঃসীমা সত্য হয় ?
মেঘে-জলে সত্য ভেজে শুকতার সব ?   দিনশেষে

সত্য আছে কোনো নেয়ে ক্ষিপ্র পারাপারে ?

আর আশা, সত্য ফলবতী হয় কোনো দীর্ঘ শেষে ?
কতোদিনে, কতোদূরে পাবে প্রপঞ্চের সব দায়-ভাগ ?
ভূমিতে আনন্দ তবে, আকাশে ও জলে, দিকচক্রবালে
দিব্য জাগরণে, জ্ঞানে, আনন্দ-আনন্দ রটে জাতিতে ও সূর্যে।

দুয়ারে বসা-ই সার।
পাশ থেকে বে-হিসাবী আন্‌মনে পথ চলে,
এ তো ভীড় পথ নয়!
হাট-বাট, কাজ-কারবার, অফিস-চেয়ার, লিফটের ভীড়
এখানে কেন বা হবে নিঃসঙ্গতা ?
ছন্দ মেপে ছন্দের ভুলের
এখানে কেন বা হবে নির্লজ্জতা ?
কেন পাষাণে-পাথরে, মেঘে-জলে
আকাশে, নদীতে ও সাগরে, ফুলে ও শিশিরে
পরাগে মিলনে খুঁজে পেতে হবে কষ্টলভ্য মিল ?

কেউ বলে অদূরে আকাশ
নীচে নেমে আসে ভীষণ-দুর্যোগ
কালো মেঘ, তীব্র তুষারের ঝড়, শীত,—আর
বরফের কুচি হাড়ে-হাড়ে বেঁধে।

শীত ঢুকে পড়ে মজ্জায়-মজ্জায়, হৃদয়ের দ্বারে
শীত ঘোরে-ফেরে, ঢুকে পড়ে—এ কী তীব্র জ্বালা!
জীবনেও শীত লাগে, অসময়ে ঢেউ
এককে ও সঙ্ঘে, আপাত কালের ঘনিষ্ঠ মিছিলে
শীত জ'মে বসে, হাড়, কাঠ, বয়সের দাঁত, চুল-নখ
বেঁকে ব'সে কাজ করে বিকৃত বিকারে।

এসো, খড়কুটো ফেলে মৃত্যু-আবর্জনা
সব দূরে ফেলি হাতে-হাতে
আশা কিছু নেই। নিরাশা কিসের তবে ?
মরমিয়া যদি সাধে জীবনের গান
যদি গেয়ে ওঠে সেরা সহজের সুরে
জীবনে ঘনিষ্ঠ কথা যদি জেগে ওঠে
সুর তান লয় যদি ঠিকঠাক রচে
যদি রটে জীবনের যত সাধ্যগান…
সব ভেসে যাবে, গ্লানি শোক তাপ
কোথাও বাড়বে জানি হৃদয়ের ভাপ
আর দেরী নয়, শীত জ'মে বসে
ব'সে কাজ করে বিকৃত বিকারে।

মিলবে কাঁটার ঝোপে দুরন্ত সমিল
নদীবাঁক থেকে ন্যাড়া ক্ষেত, ক্ষত, পলিমাটি
এইসব থেকে মিলে যাবে মেলানোর কিছু
ঝড়ে-পড়া গাছ, অরণ্য দহন
সব ছুটে চলা আর অসহ্য বিবশ থেকে
মিলে যাবে ঠিক মেলার সহজ ;
গাছ-কাঠ পোড়াঘাস সবকিছু নিয়ে
আশ্চর্য প্রত্যয়ে, 'মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।'

স্রোতগ নদীর চলা আনন্দ ভৈরবে ;
পাশাপাশি পোড়া কাঠ, মরা, জীর্ণ জ্বালা
তিনকালে বুড়ো আর শিশুদের ভীড়
শীতে চাপা নদী, আর বর্ষায় উচ্ছল
খরা আর হিমপাতে নদীর দেহের…
সব বয়ে চলে মিলনের সাগরের।

বাকি কি কখনো ছিলো চোরা চাউনিতে
প্রেমিকের সব কথা বলা ?
উজ্জ্বল বাতির নীচে সব জয় দেখা ?
মায়াবিনী সাজ, পরচুলা এইসব নিয়ে
কোথাও নেমেছে যতি, ছন্দ আস্ফালনে ?

আর মৌনতার ফাঁদে কোনো ফাঁক ছিলো ?
লোক দেখে বলা, কথার সাগরে
কানে খাটো মেয়ে, কোথায় ভাসছো তুমি—
এতো স্রোতস্বিনী, এতো ছলাবলা, এতো কথা বলা
এ কোন্ উজান বহা স্থির হয়ে বসে ?

দেশে গাছ ফুঁড়ে ওঠা এলোমেলো, কাঁটাঝোপ
যত্রতত্র—হিমবাহ, ভূমিকম্প আর মরুভূমি
বৈজ্ঞানিক নয়। আর আঙ্কিক নিয়মে চলা
ঋতুকাল বাঁধাধরা নয়, জলের আবেশ,
ঢেউ ফুটে ওঠা সাগরের—কোথাও সুবদ্ধ নয়
এই সব নিপাতন মানুষের অসাধ্য যা
মনে হয় তিনি, 'মেলাবেন, মেলাবেন তিনি।'

মানুষের মুখে আছে জেগে থাকা ফুল
কখোন ক্ষয়েছে রাত্রি,
জেগে বসে ভুলে গ্যাছে—
ফোটা শিশিরের সাথে রহস্যের আলো এসে
লিখে যাবে কপাল লিখন !
নামমাত্র মধুরতা দিয়ে
ভ'রে দিতে হবে সুন্দর বোধন ;
জ্ঞাত অবরোধ থেকে—
হাতে তুলে ধরা সমস্ত আরোগ্য কথা

ব'লে দিতে হবে উদাত্ত আজানে।

দিনেতে মানুষ ভোলে দুপুরের কথা
স্তব্ধ রাত্রির মতোই দুপুর নেমেছে হাতে
মানুষের কথাগুলো, মানুষের ব্যথাগুলো—
দুপুরেই ভালো বোঝে বিরলে নিঝুমে ;
দুপুরে অসীম তল। রাত্রি-কথা দুপুরেই
বোঝা থাকে ; রাত-দিন, সকালে ও ভোরে
যত্রতত্র, সব কিছু বাঁধা আছে দুপুরের সাথে
দুপুরের বাঁশী গানে
মেঘ জ'মে এলে বিলম্বে বর্ষণ।

বোজানো দিনের থেকে মুখ তুলে
যখনি দেখেছে রাত্রি, নিহতের হাতে লিপি···
লুকোনো বাগান-ঘেরা সূর্যমুখী নাচে
শেষের ক্ষয়িষ্ণু খেলা—পরচুলা বাঁধা
ধুলো-বালি মাখা, রাস্তা-পথে-ঘাটে
উল্লাস নাচেতে মাতে অশ্লীল আভঙ্গে।

ঘাতকের কাছে নদী বয়ে চলে
শৈশবের নদী বয়ে চলে, স্রোত চলে গ্যাছে, জলে
সব থেমে আছে। জলে ও আকাশে
মাছে ও মাছিতে, ব্যথাতে কাতরে নদী
বয়ে চলে। মানুষে-মানুষে কিলবিল
'পাখি বনে ফেরা', আর—নদী দেখে এসে
আজন্মের শিশু, রঙীন সুতোতে রোদে
নদী মেলে ধরে—ধরে দরবারী রাগে···

বেলা কমে এলে হাটে মেয়েদের হাত
পুরুষ বাগানে লিপ্ত কবিতার কথা ভেবে

সোনা ঝরে, ঝ'রে পড়ে যায় ভূমিতে, নদীতে
জীবন্ত মানুষ ভাবে, এইবার
মানুষের দুঃখ-শোক, ব্যথাগুলো, কাতরতা
সব তুলে নিয়ে আলাদা কুঠুরী বন্দী
রেখে দিতে পারে গোপনে কোথাও।

গোধূলী মাটিতে নামে, চেনা মুখগুলো লাল
গাছ, পাখি, ফুল, সব লাল, অচেনার ভয়ে
সেরা বকুলের ফুল, চেনা পাখি, সব ঘরে ফেরে
নদী বয়ে যায় রক্তমাখা স্রোতে—নদীমুখে
ভাষা কলকল ; ব্যথিতের ভাষা
নদী বুকে নিয়ে সলজ্জ রক্তিমে
গোধূলী-ই ভ'রে দিতে পারে কবিতার ক্ষয়।

ভোরে সূর্যোদয় হয়। ভোরে সূর্য মিশে থাকে
ভোরে সূর্য থাকে, ভোরে নদী জন্ম নিলে
হাঁটাপথে, দূরে জাহাজের পালে—সূর্য নেমে এলে
এই দীর্ঘ পর্যটনে—শিশুরা জেগে উঠলে, কলতান
আর সুতীক্ষ্ণ বাঁশীর শব্দে ভোরে বাড়ে আয়ু।

মানুষের মনে আছে দুরন্ত প্রতীক
ঘন রাত, আর শুভ্র শিশির পতনে
দূরে মেঘালয়ে, তেজে ও অনলে
মানুষ দেখেছে স্পষ্ট গিঁট ব্যথাগুলো—স্বরভঙ্গে
মানুষ বুঝেছে ভালো শোক-জ্বালাগুলো
নীলে, রক্তে—শিরা-উপশিরাতে
মানুষ চেয়েছে বৃষ্টি, জল, ভালবাসা।

এ কী ঘুমে ভরা সব ?
প্রশান্তির ঘুম, কোনো

জ্বালা নেই, তাড়া নেই, দিনের কাজের
সব মুখে সরলতা, বোজা চোখে-মুখে
শরীরে হৃদয়ে, কোনো কাজ চলে একান্ত নিপুণে
কোনো খোলা খেলা
কোনো ভুলে ফেলা, কোনো
দেহে-মনে, কোনো ভুল বোঝা
ঘুমে আনাগোনা করে
কাজ করে আবেগে সুফলে।

নামুক ঘুমেতে দৃঢ়।
শিশিরের আগে তারা-ঝরা জল
ফুলের ফোটার আগে সুবদ্ধ আভাস
নদী বইবার আর নদীমুখে
আগুন আর যন্ত্রের ছোঁয়ায়
পাহাড়ের জ্ব'লে ওঠা, অরণ্য-আকাশে
আরো বেড়ে ওঠা—
কোনো কবিতার আগে ছন্দে-সুরে
নাচে, লয়ে—আসুক ঘুমেতে তীব্র
আনন্দ-উল্লাস, ধীরে ও নৈঃশব্দে, নীরবে-কুশলে।

যেন কথা ব'লে ওঠে নিস্পন্দ ঠোঁটের ফাঁকে
সত্যকথা। মগ্ন আর গভীর স্পন্দনে শুদ্ধকথা
কথা কিছু নয়, কথা চেতনার সার
নিখিলে—সুনীলে, কথা প্রাত্যহিকে
প্রারম্ভিক-তিরোধানে—দিনে-রাত্রে
কথা টিলাতে, পাথরে
নিমজ্জ জলে ও ফলে…
শুধু কথা জেগে থাকে তার নির্ঘুম প্রয়াস।

দিনান্তে সূর্যাস্তে চাই ঘন-বোঝা সব
অভিজ্ঞ দেহীর হাতে, গৃহের সুখীর
আমি চাই স্নিগ্ধ মাঙ্গলিকে,
ঘরে-ফেরা পাখিদের ডাকে
আমি চাই ছিলা-টানা স্বর ;
আর মৌন সুসঙ্গতে
যে-ই বসে ছ্যাখে নিবিষ্ট গোধূলী…
যদিও তর্পণে, রূপদানে—রূপাশ্রয় থেকে জেগে ওঠা
রাতদিন, রাত, ভোর
আমি চাই যেন পায় সুস্থ চিরায়তে।

মানুষেরা আমি চাই সহজ-সরল
প্রতিদিন সূর্যে
মাটিতে ও জলে লেগে, ধুয়ে
আশ্বস্ত হৃদয়ে তেতে
আমি চাই তীব্র মূর্ত্তে—নিত্য অভিলাষে
আনন্দে ও দীর্ঘে—নিয়মে-শৃঙ্খলে
কেলাসিত রূপে আমি চাই
মিলে একাকারে, অণু জুড়ে
সুবদ্ধ সংহতে—গাছে ও পাথরে
মাটিতে-জলেতে—মৌল প্রস্তুতিতে
মানুষে ও ফুলে আসুক মৌলিক বীজে।

ছবি

ছবি-কে আপন ভাবলে নড়াচড়া করে
কথা-বার্তা বলে, আর
সুখে-দুখে সেও হাঁটু গেড়ে বসে
কোনো প্রার্থনায় অথবা আড্ডায়।

তাস ভেজে-তোলা-ভাগ্যে ছবি
উল্লসিত হয়। হাসে, কখনো করুণ দুঃখে
একান্ত বন্ধু-র যা।

ছবি, চারকোণে সমকোণ, চারপাশে বেড়া
মধ্যে বিন্দু গোলাকার, ভার-বুঝে বাঁধা।

এখন ছবির থেকে শরীর অথবা স্মৃতি—
মিহিন আড়াল বুঝে একান্ত ভাবের কথা
সূর্যদীপ্ত কথাগুলো, কিংবা চাক্ষুসে, রোদে
ছবি কখনও চোখ ঢাকে, কখনও
আড়ালে মিলিয়ে মিটিমিটি খিল্‌খিল্‌
খুব হাসি হাসে—শব্দে
কাঁচ ভেঙ্গে গেলে—বেড়া টুটে গেলে
ছবি, কি জানি কি যাদুবলে, ঘোরে
একে একে গেঁথে রাখে আলপনার যা।

ছবি, তিনকালে হয়ে গেলে এককালে আসে,
আধা, সম, মাত্রা জেনে, জপ আর জপা বুঝে
নান্দীমুখ-মাঙ্গলিকে ছবি, খুব ভোরে বুধবারে
প্রাত্যহিক কাজ সেরে—উত্তর ভারতে—একা
চলে যায় স্নানে, শীতল মানস সরোবরে।

ছবি ফিরে এলে—অগোছালো ঘরদোর, মুখভারে

কিছু কাল কেটে গেলে—যত রাগারাগি হাসাহাসি
সব শেষ হলে
গোধূলী আলোর রঙে সব ফিরে পেলে···

তখন ছবির ছবি থেকে ভেসে যায় স্বাদু
খুটিটান শালীনতা—আর
বয়স্ক রোমের মতো এক প্রগাঢ়তা।

ছবি ভেসে যায়, শূন্যস্থান উপক্রুত
একমাত্র
বায়ুচাপ বোঝে—সন্দেহের চোখে
কখন আঁটবে জাল—ঐচ্ছিক একান্ত হলে
নতুন মাকড়সার!

ছবি ফিরে এলে রাতে
কালো হয়ে থাকে—ঘসা কাঁচে, জালে
ছবি বাঁধা পড়ে
ছবি হয়ে থাকে।

গাছ ও মানুষ

পাতাশুদ্ধ গাছ পড়ে মাটিতে
মাটিতে অনেক ভার—নদী-নালা, মানুষ-ঘর
বড়ো বড়ো সাগরের তল
উঁচু পাহাড়ের মূল—আর অত্যন্ত নির্ভার, তবু
বকুলের ঝরা, আনমনে উড়ে চলা
পাখির পালক সাথে এলাচের গোছা
আর কষে-বাঁধা গিঁটের রুমাল
মাটিতেই পড়ে থাকে, কখনও
খোলাখুলি ভাব, কখনও মন্ত্রণার।

পাতাশুদ্ধ গাছ পড়ে গেলে মাটিতে
গাছেদের কথাবার্ত্তা, খাওয়া-দাওয়া···এইসব
বন্ধ হলে—মাটির নীচের জলের ওঠার
পথ বন্ধ হলে—সূর্যের কিরণে
হৈচৈ হলে,—নদী, মাতা হয়ে
ভয় পেয়ে, দুইহাতে দুইচোখ ঢাকে
উন্মুক্ত স্তনের জোড়া ভারী হয়ে
অযথা ঝরায় কষ—অপেয় যা।

পাতাশুদ্ধ গাছ পড়ে গেলে মাটিতে
মেঘেরা একত্র হয়   জরুরী বৈঠকে
অতিদূরে
সব ছুটে গেলে   মহাসূর্য দোরে
তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে
গাছের বিরুদ্ধ যা।

গাছেরও মৃত্যু আছে   মানুষের যা
গাছেরও শুদ্ধি আছে   মানুষের যা

গাছেরও নিত্যসাধ্য পরম্পরায়—কখনও

ফল ফলে, বেশী ফুল ঝরে যায়

মানুষের যথা—মিছিলে ও ওল্টানো ভাতের থালায়।

যে দেশে নদী নেই, ধর্ম নেই

কেন নদীরেখা টানো বিস্তীর্ণ বালিতে ?

বালি সব শুষে নেবে, বলদের কষঝরা
ফেনার দাগের মতো সব ভুলে যাবে ; জমি ও কৃষকে
ফসলেও দাগ টেনে অলীকের সুখী
হাত ধুয়ে ফ্যালে মাটির সরের ।

শুধু রেখা থাকে, নদী নেই—সমতলে
নদী-ছায়া দেখে খুঁড়ে-খুঁড়ে পাতালে-গহ্বরে
প্রাচীন বটের সাথে বুদ্ধি বিনিময়ে
তুমি খুঁজে পাও আবছা দাগের কিছু
উপচ্ছায়া ইহাকেই কয় বিজ্ঞানের স্বরে ।

যে দেশে নদী নেই, ধর্ম নেই

খুব তুলো ওড়ে দেশে বৈশাখের ঝড়ে
আষাঢ়ের শিলগুণে মেধাবী বালক
যখনি দেখেছে স্তুতি খুব লম্বা হাতে
কেমন এঁকেছে পাখি, ডানাকাটা পরী
টুপ্ করে ঝরে পড়ে হেমন্তের ডাকে
কোথায় মিলিয়ে থাকে কোন্ জতুগৃহে
এখনি ফুটবে স্ফুট বেলা দ্বিপ্রহরে ।

কেন নদীরেখা টানো বিস্তীর্ণ বালিতে ?

বিস্তীর্ণ বালিতে ভাবি বালিকার দল
দোলা দোল দোলে দোলনার দোলে
শাড়ী-জামা, হাত-পা, চুল-নখ, নাড়ীভুঁড়ি
ভিতরের যত কিছু, ছোট মাথা, ছোট পা
ছোট-ছোট হাত দুটো দোলা-ঝুঁটি চেপে ধরে

কাহার উল্লাস ?

খুব ঝড়ে ওঠে, অবেলার ঝড়—বালি ঝড়ে
খুব বালি ওড়ে, চোখে-মুখে ও ভিতরে
বালি রেখা পড়ে, নদীর আভাস ?

যে দেশে নদী নেই, ধর্ম নেই

কাকভোর স্নানে দেহাতির মেয়ে
খুব হাসি হাসে ঝক্‌ঝকে দাঁতে
চিক্‌মিক্ দাঁতে, ঝিল্‌মিল্ দাঁতে
খুব ঢেউ ওঠে খিল্‌খিল্ জলে
নদী চাপা থাকে কিল্‌বিল্ জেনে।

কেন নদীরেখা টানো বিস্তীর্ণ বালিতে ?
যে দেশে নদী নেই, ধর্ম নেই ;
শুধু
নদী জানে মেয়ে ঋতুর বন্ধনে।

গান

সুললিত গান ভাসে জলে ও বাতাসে

পাখিদের ঠোঁটে গান ভেসে আসে
জলেও গানের রেশ—ঢেউয়ে ঢেউয়ে
বিন্দু, রেখা, তল বুঝে, কণাতে-জমাটে
গান বাঁধা পড়ে জলের ত্রিভুজে।

গানে সব থাকে।
মোহনার স্বাদু জল, ঘর্মাক্ত দিনের শেষ
সান্ধ্য-আস্ফালনে, জলপরী আর যোগাভ্যাসের
সময় বুঝেই—কাঁচঘর থেকে আসে
ছাড়া-পাওয়া খেয়া,—গানে
ছুলে-ছুলে আসে, পাহাড়ের ভিত থেকে
ঋতুদের বীজে, এককে ও সঙ্ঘে
গানে খুব দোলে মহাদেব প্রিয়া।

পাখি গানে দোলে, পাখি···
ঘন কালো চুল হলে, ডৌল পয়োধরা
মধুক্ষরা ঠোঁট আর ধ্বনি উৎসারণে
জমকালো প্রেম আর মগ্ন সুবিন্যস্তে
ফসলের খুব বাড়ে জিভে লাগে সুধা।

দিকে দিকে গান ভাসে। হেমন্তের কুয়াশায়
সব খেলা শেষে, মরামাস আর খোলা-চুল পাখি
'আবার আসিবে ফিরে কোনো নদীটির ধারে'
বুকের আবীর রঙে চোখের নীড়ের টানে।

ঠোঁটের সুগন্ধী তিলে, গুনে-গুনে পাখি
তিলাঞ্জলি সারে তিথির প্রকাশে···

জলে গান ভাসে, শুনে শুনে ঢেউ
শুনে শুনে তিল, জলে ও বাতাসে
বীজ ভেসে চলে মহাসিন্ধু টানে ··

মোহনায় খেয়া বায় 'দেশ' ষড়জ আভাসে।

ঘর

…উঠে এলে, ভুঁইকোঁড় জেনে কান পাতি।

ঘরে খোলা থাকে মগ্নতার আগ্‌পিছু
রহস্যের ঘেরাটোপে, ছুলে, জলে ও কষের নিয়মে
দানা বেঁধে মজ্জাতে-হাড়েতে—তখনো নিবিষ্ট থাকে
কঙ্কালে ও জীবাশ্মের প্রতি অনুগত মন্ত্রের প্রয়াস।

ঘরে খোলা থাকে মগ্নতার ঘন,
বীজ ফুটে এলে—কান পাতি—ঘুমে ও নির্ঘুমে
আবশ্যক যোজনার শেষে, মানুষে ও ফুলে
মিতালীর ঘন-ছায়ে, ছেঁকে—নীলকান্তমণি।

নীল, নীলু, নীলা—নীলকান্তমণি মোর।
কোথায় আগুনে আছো? জলে মিশে? নাকি
বাতাসে-পাথরে, গান হয়ে, কথা হয়ে…

ভুঁইকোঁড় উঠে এলে দীর্ঘ ঘুম শেষে
ঘুমচোখে নামে নির্ঘুমের কিছু :
একচোখ থাকে স্থির দিনের দেখার, অন্যটা রাতের
তিন মাস হাসি হেসে, ছয় মাস
মায়ের বুকের দুধে—আটের মাসের দাঁত
কুট্‌কুট্‌ কাটে সব দানা-বাঁধা জট।

জটিলতা নাড়ীর বন্ধনে, ও ভুবনে, রঙে
হাঁটাপথে হাঁটা শিখে—বছরের শেষে
ক্রমশঃ কথাতে খেলা, মিছিলের ডাকে মিশে
—বর্ধিষ্ণু গ্রামীণ দেহী, শহরের ফেরি সেরে
বনে বনে খুঁজে ফেরে বনরাজিনীলা।

নীল, নীলু, নীলা—নীলকান্তমণি মোর।

ভারে সব ডোবে,
খোলা আকাশের নীল, শূন্যতার ভারে
বয়সের বোঝা-ভার, নীল শিরা, রক্তের দূষিতে ;
কিশোর শোণিত ভারে ঝরে—কাঁকরে-পাথরে
নীল-ফুল ফুটে ঝরে, ঝড়ে ও মৌসুমী ভোরে—
ফেরি ঘাটে আগেভাগে ডোবে যত নৌকা থাকে।

কোথায় আগুনে আছো ? জলে মিশে ? নাকি
বাতাসে-পাথরে, গান হয়ে, কথা হয়ে…

তবু, মানুষে ও ফুলে, নিযুত-যোজন ব্যেপে
দুর্ভিক্ষে-মিছিলে, বিজয়-কেতনে, উৎসবের শেষে
কোনো স্বর ভাসে, ভেসে দানা বাঁধে মিলে
ভারমুক্ত হয়ে।

নীল, নীলু, নীলা—নীলকান্তমণি মোর।

যুগের ভ্রমণ-শেষে, অন্ধকারে—একাকী নিবিড়ে
জরায়ুতে মুখ তোলে স্বরের আকুলে—
মিছিলে ও শীৎকারে, উপোষের সেইক্ষণে
মৃত্যুরও স্বর বোঝো কী সহজ প্রয়াসে !

স্বরেতে স্ফটিক দানা মন্ত্রের আভাস ;
মৃত্যুরও নীল স্বর—জীবনের স্রোতে
কোথায় ভেসেছো বলো, কোন্ উচ্চারণে ?

নীল, নীলু, নীলা—নীলকান্তমণি মোর,
আমি ভেঙ্গে যাই ছাখ দানা-দানা এতই বিভোর।

বিলাসিনী

খরতর মেঘেও সবুজ চারাগাছ পোঁতা থাকে
ওষধি তোমার হাতে—মুখাগ্নির ধোঁয়া চোখে লাগে
তুমি লেপে দাও চোখে তোমার কুশল।

তোমার আঙুল খুব আদরের—যত্নে
তুমিও ওষধি হয়ে, গাছ, লতা-পাতা, ফুল-ফল, কুঁড়ি
কেমন মোহন রূপে বিশল্যকরণী।

সূর্যাস্তের তরমুজ ডোবে নদীতে সাগরে
রসে-কষে ও রক্তিমে—কী কুশল রসায়নে
বাতাসেও ভেসে যায় সঞ্জীবনী কণা।

রেণুময় ভোরে ফুল ফুটে ওঠে ; দুপুরের পাচনের
পুরু সর জমে, আহ্লাদের সন্ধ্যা জুড়ে
খুব ভালো লাগা, খোলাখুলি ঈদ-মুবারকে।

রাতেতে ঘুমায় দেশ। 'দেশ-ভাবে' আমার স্বদেশ
রাতারাতি কাজ সেরে গৃহস্থালি খেলা···
তুমি পেয়ে যাও ক্ষণ, তোমার বিলাস।

খুব সাজ কর। বিনোদ বেনীর চুল
টান্-টান্ কাজলের চোখ। চেলি লাল রঙ
পায়ের ঝল্‌মল্ মল আলতার স্বরে।

মেহেদি হাতেতে পরো। লতা ফুল বন পাখি
সব আঁকা হলে—তোমার তালুতে
খরতর মেঘ জমে চারাগাছ ভরা।

ভোরে বরিষণ হলে, জলের ওষধি নোনা
ঝ'রে পড়ে অবিরল ক্ষেতে ও বনজে

চিতাতে জলের ফোঁটা ধোঁয়ার বিনাশে।

শীতল নাভির খুশি ভেসে যায় জলে
এখনি মিলাবে বাষ্পে মেঘের আকুলে
গাছে ও বনজে ওষধির বেশে।

চলে যায় ভাই, তোমার বিলাসে, তাহার মৃত্যুর দিনে।

বুদ্ধ পূর্ণিমায়

গৈরিকে তোমার স্তুতি, তবু এ সর্ব্বসমক্ষে
বক্ষ ফাটে, ফেটেছে চৌচির। দূর প্রতিভাসে
অত্যন্ত উজ্জ্বল রেখা। কেন বায়ু-শিস্ জাগে অভব্য-অশ্লীল?

কেন কমনীয় বৃক্ষ ঝরে? তুলনায় ঘণ্টাধ্বনি…
মন্দিরে ও ঘড়ির দোলায় একজোট বেঁধে
কতশত নিয়মের কেলাসিত রূপে এক আসন্ন বিনাশ।

দিকে ভুল থাকে, ঈশানে-নৈর্ঋতে এক স্বরে
ঝাড়-পোঁছ আর পূজার সময়ে—কিছু নয়
অযথা ব্যথিত থাকে স্থির তপস্বীর জাতি মন্দিরে চাতালে।

তপস্বী আলোর দিকে। পূর্ণিমার এই রাতে
শুধু বোধ জাগে কোনো, মানুষের স্বদেশের—
রাতশেষে মিশে যাবে আঁধারের নিয়মের কৃষ্ণপক্ষ মতে।

জন্ম যাদের ছিলো, নেই

এখন আবার যাচ্ছি। গ্রন্থাকারে দিনগুলো আর
দিনের মোহের সাথে তরলের নরমের রাত
দিব্যক্ষত আর আছ্ড়ে পড়ার মতো হাঁপুসে কান্নার
যতটুকু পারি শোধ তুলে নিয়ে—আগাম সন্ন্যাস।

ঘনিষ্ঠ এবার থাক। জলেরও জটিল রূপ, দেশে ও শরীরে
এত দূর থেকে, এত ঘুর পথ, শিকড়ে-পাথরে,
সব জেনে-শুনে চলা স্বচ্ছ রূপে এক মুগ্ধ ভণিতার
কেমন বেবাক্‌-হারা—নাকি খুঁজে মরা স্থির মহানির্বাণের।

রোদ লুকোচুরি খেলে। চেনা রোদ, তবুও অচেনা লাগে
ছায়াতে প্রাসাদ দেখি, শত বাতি জ্বলে—
সন্ধির প্রকট শর্তে, রোদে রেণু লেগে রচে
সোনালী টোপর।—এত বৃক্ষ বটগাছে শিমুলে-পাইনে…
নাব্য নদী আছে, খাল-বিল-জলা, সব স্রোতে ভরা
জলকেলি সারে পাখি, কোকিলা দোসর খুঁজে ঠোঁটে ঠোঁট
আর হৃদয় গুঁজেছে সন্তর্পণে।

এখন আবার যাচ্ছি। গুচ্ছাকারে থাকার শপথে
সব ভেজে যায় লীন, রুদ্ধ হতাশ্বাসে—নিজস্ব ভূমিতে
কোনো ভেদ ছিলো, কোনো ভুল জেনে, জীবনের পথে
নদ-নদী ভালবাসা, গাছে-গাছে হাসি-খেলা, মানুষে ও দেশে…

পালকে-পালকে ছড়ানো ভূমিতে কখনো জন্মেছে পাখির আভাসে !

আমার ছেলে

ছেলে ছবি আঁকে এক করুণ মুখের
মুখের আদলে আমি, জন্মক্ষতে চোখের অস্বচ্ছ তারা
তাও ফুটে ওঠে অপটু তুলিতে। পিছনের প্রেক্ষাপটে
ধূমায়িত তরল স্বভাবে ভাসা এক ছোট লাল ফুল
উজ্জ্বল ভাবের যেন, পদ্ম-মণি ভাবে হৃদয়ের ঘরে।

চোখে ঘোর লাগে। ঠিক ঠিক চিনে নিতে পদ্মে ও নয়নে
সে মুখের ভাঁজগুলো, বয়সে-গভীরে ভাঁজের লুকোনো স্মৃতি
ছাড়া-ছাড়া ভাসে—বিনাশী স্বভাবে ভাসা এই ছোট ফুল
মেপে নিতে চায়, ছবিগুণ জেনে অবশ্য জন্মের ক্ষতি।

আমি চোখ বুজি, বোজা চোখে দেখি চিক্‌মিক্ তারা
স্বপ্নেরই তারা সব ; কোনোটাকে সূর্য ভেবে হাত জোড় রেখে
যখনি ভেবেছি স্তুতি ; বড়ো বাতি জ্বলে এক চোখের হাতাতে
অযথা কষ্টের জেনে—ছবিসহ সরে যাই দূরে
আর বাঁধা পড়ি কোনো স্থির এক প্রচ্ছদের টানে
—তাও এঁকে ফ্যালে ছেলে—এবার নিপুণে।

নিপুণতা বিষাদেও যদি, অলক্ষ্যে জন্মেছে বুঝি সরলের বীজ,
ছেলে বড়ো হবে জানি, ঘুণেও থাকবে মিশে পিতার আশিস্
তিলে-তিলে ও বিরাটে, ছবি আঁকা হবে বিশ্ব-মহাপটে
তিমিরের কালি মুছে—সূর্যতাপে—ছবি শেষ হলে
'নিপাতন সিদ্ধ' ভাবে, গালে হাত রাখে ছেলে আমার বয়স।

ক্ষতে আর ফুলে ভাব ঘৃণ্য ইশারায়
নিয়তিও চোখ মোছে ছেলের ব্যথায়।

আগুনের মেয়ে

মোক্ষম ধরেছে গুণী : সেই ইলোপের দিনে
সাত কাঠা জমি ছিলো সব বেচে দিয়ে
কিনেছে মুখরা এক, আগুনের মেয়ে। আগুনের
মেয়ে মানে, আগুনের মেয়ে। জন্মেছে আগুন থেকে
ক্ষুধার আগুন থেকে জ্ব'লে-জ্ব'লে—দেহের আগুনে
কোনো গরমের রাতে—বাপে-মায়ে মিলে
জন্ম দেয় মেয়ে এক আগুনের দিনে—যেদিন শহরে
গুলি-গোলা ও আগুনে সবাই লিখেছে লিপি
আগুনের স্বরে। প্রতিবাদ বুঝে ছোঁড়ে বিচারের ঘরে···
তাও ছাই হয়ে ঝরে দলা-দলা।

মুখরা পরেছে শাড়ী লাল আগুনের
লেলিহান, উদ্ধত-অসহ্য—উলঙ্গ রূপের দেহী
লজ্জাহীনা, একে একে খুলে রাখে আবরণ সব,
প্রত্যক্ষ মানুষ ভাবে, সব ছারে-খারে গেলে
আবারো আসবে সুখী—সুখময় দেহে ফুলে-ফুলে
জিতে নেবে জ্বলা-ভার যত আগুনের।

মোক্ষম ধরেছে গুণী, সেইসব দিনে খুব জয়ভাব
আর হাসি-খুশি দিনে, খুব খোলাখুলি সরলের দিনে
ঘরে-ঘরে শস্য ফলে, মাঠে ফলে জয়··
দিগন্ত জুড়েছে ফুলে, খুশির আহ্লাদে
খুব খুশি জাগে মুখরার সাথে।

সাত কাঠা জমি ছিল সব বেচে দিয়ে
এখন মালিক গুণী শত যোজনের।

আগুনের মেয়ে বঁধু, আগুনের বেশে
যখনি বাসর রচে আগুনের ঘরে

দাউ দাউ জ্ব'লে ওঠে যত জ্বলা থাকে
দিগন্তে লালের আভা লোহিত আকাশে
শুনী ভেসে চলে খুব হাসিমুখে।

আগুনের মেয়ে সেই আগুনের রাতে
জ্বলেছে ভীষণ রাগে আগুনের রঙে।

সকালেও রাগ থাকে খুব জেদী মেয়ে
লাল জবা ফুটে ওঠে এত ঘৃণা সয়ে।

বিবাদী মুখ

ফিরে আসে দেখি সৃজনের আভা—এত দীর্ঘকাল
খুব ঘোরে ছিল ; নিমজ্জন, পাতাল প্রদেশে,
পৃথিবীর অন্ধকার দেশে [যদিও আলোয় দেশ, গ্রাম
এত ভ'রে আছে স্বদেশ আমার] সন্ধিস্থলে
শর্ত কিছু রাখা ছিলো ফিরে আসবার।

উত্তরণ। চতুর্দিক আলোকিত, যে-ভাবে মানুষ হাসে
বহা নদীমুখ আর স্থৈর্য্যের দিঘি—জলের শরীরে
যে-ভাবে গভীর প্রেমে, তীব্র মিলে, জুড়ে
ফেটে পড়ে ছাড়া-ছাড়া রতির বিসর্পে।

লক্ষ সেনা, কণা-কণা, জন্মক্ষণে রক্তবীজ বিবিক্ত প্রলয়
ঘনিষ্ঠে আতুর হলে, জোট বাঁধে মিলেমিশে
শীতল জমাট, তাও ফেটে পড়ে বিস্ফোরণে
যখনি জমেছে আভা গুহ্য আলোড়নে।

জলে ভেসে যায় কুচি কুচি গাছের শিকড়
ধুয়ে, ধানের দুধের ঘনে, জলে মেশে লালা
পাখির সোহাগ। মানুষে ও ঘরে, জল
বাসা বাঁধে এক মরুভূমি পটে।

খিটিমিটি আলোড়ন সব শেষ হলে
হাট ধুয়ে ফেলে বর্ষা। আলোর চাদরে
ঢাকা পড়ে রাত। দাঁতের কুচক্রী নেশা—ঘোর কেটে গেলে
সকালেই ধুয়ে ফেলে সর্ব্বাঙ্গ আতরে।

ফিরে আসে দেখি সৃজনের আভা
তাই এত আয়োজন—আযোজন ব্যাপ্ত কোলাহলে
মূলতঃ সাহসী সব। দুরন্ত ঘোরের টানে
দেখি এক মুখ, বিবাদী মরিয়া মুখ।

মন্ত্র

আমাকে পিছন থেকে কেউ ভুল নামে ডাকে
ঊনসত্তর বছরের চেনা নামের ডাক না-হলেও
আমি পিছন ফিরে তাকাই। আসলে সেই ডাকে
একটা আত্মীয়তা ছিলো। মানুষের নাম ছাড়াও
মানুষকে ডাকা যায় আত্মীয়তা মাখিয়ে শব্দ দিয়ে।

অবশ্য সব মানুষকেই এমনভাবে ডাকা যায় না।
যিনি ডাকবেন, আর যাঁকে ডাকা হবে
তাঁদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া চাই—এক তরফের আন্তরিকতা
আর প্রীতির জারকে যে-কোন শব্দ চুবিয়ে ছুঁড়লেই ওটা
কানের ভিতর দিয়ে অন্যের প্রাণে জোঁকের মত আট্‌কাবে
এমন কোনও কথা নেই।

আমাকে ডেকেছিল বকুলফুল। না, না, ভুল বললাম
ওটা শিউলিফুল। কাছে যেতেই ও গোমড়ামুখে
রাগ দেখাল। খুব মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলাতে
শিউলিফুল, রাগ ভুলে গিয়ে খুশিতে মাথা দোলাতে দোলাতে
টুপ্‌ করে ঝরে গেল—মাটিতে ওর তরতাজা শরীরটা রেখে
ঊনসত্তর বছরের একটা বুড়ো আমি এগিয়ে গেলাম।

আমার মনে একটা 'ফিলজফি' জন্ম নিলো।
জীবন-মৃত্যু, সার-অসার···এইসব কথাগুলো
খুব গভীরভাবে ভেবে—ভেবে ঠিক করলাম আমি
আমার সব বিলিয়ে দিয়ে ভিখারী হয়ে যাব।
যেমন ভাবা তেমন কাজের হয়ে আমি
একবস্ত্রে, খালিপেটে, শহর থেকে দূরে
এখন বনে ঘুরে বেড়াব।

বনেও দেখি চেনা নামে, স্বরে
কেউ মাঝে-মাঝেই ডাকাডাকি করে—অথচ
আমি কাউকেই খুঁজে পাই না। একদিন একটা
সিংহকে দেখলাম হরিণ শিকার করে
তার মাংস চিবোচ্ছে—সিংহের মুখটা আমার জানাশোনা
গোকুলের মতো মনে হ'ল, যার মস্তবড়ো মুখটার লম্বা-লম্বা
গোঁফটার আমি ছিলাম ভীষণ ভক্ত।

সিংহের কষ বেয়ে হরিণের ঝরে-পড়া তাজা রক্ত
আমার ভালো লাগল না। আমি কাছে গিয়ে
ধুতির খুঁট দিয়ে ওর গালটা মুছিয়ে দিলাম
হরিণের মায়া-ভরা মৃত চোখের দিকে
চোখ পড়াতে আমার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এলো
ঐ খুঁটেই চশমার কাঁচটা মুছতে গিয়ে
চশমাটাকে আরও ঘোলাটে করে ফেললাম
এখন সত্যি-সত্যিই অন্ধের মত পথ হাঁটতে হাঁটতে

হঠাৎ-ই অভ্যাসবশে নাতির নাম ধরে ডাক দিতেই
দেখি, কোত্থেকে খোকা এসে হাজির, সাথে
আমার লাঠিটাও এনেছে—ওকে দেখে
খুশি হয়ে বললাম—'খোকা শোন, ভয় নেই
এখন তোকে একটা মন্ত্র শেখাব—যেটা শিখে
তুই না-দেখে কাউকে ডাকলেই, সে
তোর সামনে এসে যাবে।'

জলছবি

গলাজল ঠেলে ওঠে গৃহস্থ বৈভব
এখন সূর্যের বেলা। বড্ড রাত ছিলো কাল
কালো খোঁপাবাঁধা চক্রব্যূহে বাঁধা ছিলো দিন
'উজ্জল উদ্ধারে' এই নারী ; অনামিকা জলজল…
গৃহস্থ বৈভব সাথে সুবর্ণ আভার।

গর্বের আঁচল ঝরে। সেইমত মেঘ
ডাক দিলে ঝড়ে ও বিদ্যুতে, কেলাসিত জলকণা
খুব লুটোপুটি খেলে—মাঠ-ঘাট-বন-জন
সব ঘুরে-ফিরে ঝরে পড়ে দেহে, খোলা বুকে
দেহে ও ভিতরে, দেহের ভিতরে—আরো দেহ খুঁজে
তাহার ভিতরে, ঘুরে ঘুরে জল বাসা বাঁধে জলে
যেইমত মেঘে, ঝড়ে ও বিদ্যুতে, যুগ্ম প্রহরাতে
জলঘরে আয়োজিত সহস্র কমল।
ফুল ফুটে ওঠে, মানুষের ফুল।
ভগ্নস্তূপে জমা পড়ে পলি প্রগতির ছাপে,
দেহস্থ উর্বর আর উদাত্ত আজানে রটে
মেলা-মেশা একসুর বিনম্র আকুতি।
দিকে দিকে স্বরে ও অক্ষরে
কেমন লিখেছে লিপি পুণ্য মহাজনে।

কিছু লেখা ভিজে যায়। কেউ লিখেছিলো
প্রথম স্লেটের লেখা ভুলভাল অক্ষরের ছাঁদে
খুব কাঁচা রঙ অথবা খড়িতে
না-শিখে ভাষার ফাঁদ, না-জেনে অক্ষর প্যাঁচ
কেউ লিখেছিলো একান্ত আবেগে…

কিছু ছবি মুছে যায় ; কেউ এঁকেছিলো

ঘাসের রঙের সাথে খুব মিল রেখে
দেহশুদ্ধ তুলে ধ'রে মাটির উপরে
সব ভার বুঝে, ধমনীর ফেরা রক্তে
কেউ এঁকেছিলো ছবি বিশাল গাছের
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জয়-লোভ সব আঁকা হলে
পৃথিবী ছবির জেনে
কেউ পেয়েছিলো ব্যথা, আরো ভালবাসা !

গলাজলে বেড়ে যায় ঋণ—নীলজল
জলের ঘনত্ব বাড়ে, নীলে—
নীলে চুপিসাড়ে স্রোতগ প্রবাহে
রক্তে ও পরাগে কখন মিশেছে লাল ;
জলে সব মিশে যায়—জলঘরে
জানা গেছে প্রসূতির কাল।

জলে সব মেশে।
একটি শৌখিন শিশু ও মৃত্যুর যমজ জন্মের ভেবে
ঘোলাটে জলের থেকে—গলাজল থেকে
গৃহস্থ বৈভব ওঠে—উঠে
মুঠি হাত নাড়ে লোল আগুনের রঙে।

অসমস্ত চিতায় খুশি, বিরুদ্ধ স্বভাব

জলঘরে ভুল ছবি রঙের অভাব !

সব ভোরে

অনেকেই কথা রাখে, বিপদে বাড়ায় হাত
সৌহার্দ্যে ভুলিয়ে দেয় দুঃখের অস্বস্তি
দুঃখ অস্থায়ী হয়।

গাছে ফল ফলে। আগে ফুল ফোটে
ফুল ঝরে যায়। ফুল স্থায়ী নয়
পরে ফল ফলে যেমন নিয়ম।

নদীকে আপন ভাবি। মানুষে ও গাছে
নদী সবটুকু। নদী আবরণে থাকে
জলের পরতে পরতে জলের নিয়মে
ভাঁজগুলো জেনে নদী খেলা করে
যেমন শরীরে রক্ত খেলা করে
আর গাছে, বিকসিত সবকিছু জলতল বুঝে।

অনেকেই ভুল বোঝে দায়মুক্ত হবে ভেবে
তর্পণে ও স্নানাদিতে জলে ঠোঁট রাখে
বুকে ভরে নেয় জলের বাতাস—অবসরে
জলবল জলেতেই জেনে, একান্ত প্রণাম সারে
জলে, মনগড়া মূর্ত্তি গ'ড়ে নদীর বিকল্পে।

শুধু নদী ঠিক থাকে। শুধু কবি ঠিক থাকে
শুধু গাছ ঠিক থাকে। জলের পরতে পরতে
নদী খেলা করে। মানুষের কথা ভেবে
কবি গান লেখে। সকলের সব বুঝে
গাছে ফল ফলে।

অনেকেই কথা রাখে, অনেকেই ভুল বোঝে
খোকা ঘুমিয়ে পড়লে, পাড়া জুড়িয়ে যায়

দেশে বর্গী আসে
বুলবুলি ধান খেয়ে গেলে
খাজনায় টান পড়ে।

তখনই নদীর 'নদীত্ব' থেকে বেড়ে যায় নদী
গাছে আর জলে, আর, জলে আর ধানে
খুব বোঝাপড়া হলে—জলে বাড়ে 'ঘন'
ধানে চোখ ফুটে এলে, কবিও আপন স্বরে
গান গেয়ে ওঠে।

জলে গান ভেসে গড়ে ধানের শরীর
এই শরীরেই মিটে যায় খাজনা ও
বাজনার যত কোলাহল—তাড়াতাড়ি রাত শেষে
বাঁশীতে ভৈরব বাজে বৃন্দাবন ভোরে ;
সব ভোরে শিশু জন্ম নেয়, সুখে ও দুঃখে
কেউ বেড়ে ওঠে, কেউ চলে যায়
কেউ কথা রাখে, কেউ ভুল বোঝে।

পাখি

জানাশোনা এই পাখি আমার প্রেয়সী
ঢুলুঢুলু চেয়ে থাকে, একটা চোখ আমার মুখে
অন্য চোখ সময়ের দিকে।
আরো এক চোখ ছিলো—সেই চোখ
ক্ষয়ে গ্যাছে, খুয়ে গ্যাছে ;—পিঁপড়ার দল
কখন খেয়েছে খুঁটে—পাখি
চুপ করে ছিলো অন্যমনে ;—সময়ের দিকে
আমার মুখের দিকে চেয়ে—পাখি
সব ভুলে ছিলো। এক তারা থাকে যথা
নামহীন, পৃথিবীর দিকে চেয়ে, যুগলের ঘরে—রাতে
প্রেম বিনিময়ে ; অথবা একাকী যিনি—সবদিকে ফাঁকি
তাঁকে ভালবেসে।

প্রেয়সীর সাথে সমতলে খেলা চলে দীর্ঘকাল ধ'রে।
খুঁটে-খুঁটে মানুষের মুখগুলো
যে-মুখে আগুন ছিলো
যে-মুখে বাতাস ছিলো
যে-মুখে আকাশ রঙে—কোনো খাদ ছিলো
অতলে গভীরে নেমে, খেলার সময় ছিলো ;
আবার বিষাদে খুব ডুবে থেকে—পাখি
ডানা-জোড়া জুড়ে নিয়ে
কোথায় গিয়েছে উড়ে
কতদূর চলে গ্যাছে আমার আকাশ।

কোলাহল চাপা থাকে নীচে জনগণে,
যদি বিস্ফোরণ, আকাশেও মেঘ জমে
জমে ঝড়ের প্রাক্কালে,—পাখি কালো ঝড়ে এলোমেলো

দিশাহারা দোকানীর মতো হিসাবী পসরা গুণে—গুণে—
অযথা ক্ষতির বুঝে, ঋজুটান হেঁটে যায়
নিজস্ব কুটিরে।

রাতে ঝড় হয়। মানুষের শোকগুলো
ঝড়ের আঙুল হয়ে, গাছ তুলে আনে
মানুষের ব্যথাগুলো, জলের তরল বুঝে
পদ্মপত্র ভাসমানে খিল্‌খিল্‌ হাসে
আর, মানুষের মুখগুলো, ফোঁটা-ফোঁটা নোনা জলে
গোলাপেই জমে থাকে—উৎসবে আতর।

পাখি সব বোঝে।
মিঠে জলে ভেসে যায় অর্দ্ধেক শরীর
নোনা জলে ভেসে যায় অর্দ্ধেক শরীর
আবার বাতাসে, তুলো-ওড়া শরতের শেষে
অর্দ্ধেক শরীরে ভাসে নাগালের জেনে;
তিনচোখে তিনদিক—অন্যদিকে আমি
আমাকে মানব ভেবে
সব কথা বলে যায় প্রেয়সীর স্বরে।

মানুষে-পাখিতে এই শেষরাতে
শর্ত কিছু বোঝা হলে খড়কুটো তুলে
প্রদোষেই নীড় রচে বাসর আভাস।

পাখি খুব ভোরে ওঠে
পাখিদের পাখি-হওয়া ব্যতিক্রম জেনে
পাখি রাত ভ'র শোকে থেকে
পাখি রাত ভ'র সুখে থেকে
খুব ভোরে ওঠে বোধনের দিনে।

আমি পাখি হলে
জানাশোনা এই পাখি মানবীর রূপে !

ভেজা দেহে ঘুম

ভেজাদেহে ঘুম আসে খুব তাড়াতাড়ি
দেহ ভিজে গ্যাছে ; সর্ব্বাঙ্গ কুশলে
ভরে গ্যাছে—জলের আশিস্‌।

মাধ্যমিক অনুপাতে জানা গেছে ঋণ-ভার।
এত কুব্জ দেহ,—বলিষ্ঠের দিনে যত জমা ছিলো
এখনি হয়েছে শোধ চক্রবৃদ্ধি হারে ?
জলে মিঠা জমে। জলের লাজের মিঠা ভাপে
দানা বাঁধে কণা-কণা ঘনিষ্ঠ আতুর
ভূমিতে ছড়ানো বীজ মিঠা ফসলের।

তাই গান রচে, ভেজা দেহে ভরে গ্যাছে কুসুমের ফল
গলিত-দলিত যারা, দীর্ঘ পথরেখা—
গানেতে সুরের কথা, অন্তরায় ব্যথা।

নীলজলে ভেসে যায় কেউ, বেনাজলে—
আকণ্ঠের ডুবজলে কেউ ভেসে গেলে
প্রলয়ের কথা ওঠে সুখী অভ্যন্তরে।

বেলাবেলি কাজ সারো সুহৃদের যত
ঝুমুরের পাখি ওড়ে। উড়ে ভাসে মনোলোভা
এখনি ফিরবে জেনো ঝোড়ো তুষারের।

তুষারেও গান থাকে। মাটির অনেক নীচে
ফসলের আর পচনের এক জলভরা কোষে
সব লেখা থাকে কুসীদের হিসাবের।

ভেজা দেহে তাপ থাকে। মনুষ্য-স্বভাবে
তাপে লোভ জাগে, আর লোভের ফাঁদের

হুয়ে-হুয়ে জোট বাঁধে সুসমাচারের।

তাই ঘুম আসে।   মিঠা ঘুমে ভরে যায় বুক·
যেহেতু ঘুমেই শুদ্ধি ;—কোনো জাগরণে
সকলে দেখবে জ্যোতি জলের আকাশে।

নিষ্পত্র বৃক্ষের মূলে

নিষ্পত্র বৃক্ষের মূলে হাওয়া খেলা করে,
হাওয়াদের বাড়ী-ঘর ভিতর-বাহির
খুব খোলামেলা থাকে গৃহস্থের যথা।

বাড়ী ঝড়-জলে অবিচল নিষ্ঠা মৃত্তিকার
মধ্যে থাম এই বৃক্ষ শক্ত কশেরুকা।

গাছে পাতা ঝরে যায়। পাতা-ঝরা গাছ
শীতে/ঘুণে, হয়ত বা যুদ্ধ করে জিতে নেবে
নিজের জীবন, ফুলে-ফুলে ভরন্ত বসন্তে
বাতাসের খেলা চলে। ওপরের ডালে ডালে
মৃদু গন্ধে ঘর-ছাড়া বাউল উদাস।

মানুষেও যথাবৎ। স্বভাবে মানুষ শ্রেষ্ঠ
বাতাসের রূপ ধ'রে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে
বাড়ীঘর ঠিক রেখে সদরে অর্গল
উদাস যদিও ক্ষণে—সন্ধ্যার আহ্নিকে
সঠিক ফিরবে ঘরে রোজ প্রাত্যহিকে।

নিষ্পত্র বৃক্ষের মূলে হাওয়া খেলা করে
হাওয়া ফুলে যায়, ফোলে বেলুনের মতো।

বেলুন ফুলুক ফাটুক—ফেটে
চৌচির মৃত্তিকা তার সুপ্ত আচ্ছাদনে
খুলে দিক প্রলয়ের খোলামুখ যত।

নিষ্পত্র বৃক্ষের মূলে জল খেলা করে—জল
'ছড়াবে করকাধারা'—মুক্তামালা
ফুলে-ফুলে, ফলে আর বীজে
স্ফটিক আভাসে স্বচ্ছ, ঘন শিল্পকলা।

গাছে পাতা লাগে।   পাতা-শাখা গাছ
লেগে থাকে জীবনের সাথে,
প্রকাশের আর প্রলয়ের, প্রণামের আর
বিনাশের এক সুবদ্ধ শৃঙ্খলে
ঘটে যায় নিয়মিত যথাবৎ মানুষেও।

ফুমানের জলদেবী

ডুব দিলে জলতল জলের উদগম।
সেই নারী দেখি জলদেবী নাম, স্বচ্ছ দেহ
গৃহ তার সবখানি সুদৃঢ় অগম
ছড়ানো অরণ্য আছে, জল আছে পেয়
প্রসিদ্ধ পাথরগুলি স্মৃতি কুটে খায় ;
সেই নারী দেখি মানুষী আকার
মৌসুমী ওড়না বুকে দুধের ভাঁড়ার
আগামী দোঁহার কথা জলে লিখে যায়।

এ-পথে মানুষ চলে, দূর-দূর থেকে
ঘরে ফেরে ; কেউ বা
ঘর থেকে দূর-দূর চলে যায়। সেখানেও
ঘরের মতন আলো আছে, ফুল আছে
শোবার, রান্নার ঘর আছে। আর আছে
বিড়ম্বনা। ঘরেও প্রকট সেটা
এই পথে লোকজনে দেখা হয়
এপিঠে-ওপিঠে, এদিক-ওদিক যেতে
একটুখানি থেমেই কথা হয়। হৃদয় খুলে দেখার
আর দেখাবার। সেই স্থলে
একখানা ফুল ফোটে পথের নিশান
ফুলে আলো ঝরে। শিকড়েও জল পড়ে।

দূর থেকে নৌকা আসে। কখনও
ভারী জাহাজের ডাকে খুব তোলপাড় হয়
স্বদেশের মানুষের। বিদেশের মানুষেরা
খুব ভালবাসে মাটি—মায়ের গন্ধের
খুব ভালবাসা আর আকুতির স্বরে
দোঁহা বেড়ে যায়—লম্বাটানা সুর

জলের সুতোর পাকে লোক বাঁধা পড়ে
শাড়ীতেও জলদাগ, পাড়ে ও আঁচলে—শৌখিন
জামার ছাতায় স্পষ্টতর হয়ে ওঠে তাঁদের আভাস।

তবু ব্যথা জাগে
কেননা বন্ধুকে খুব লোভী আর দুষ্টু বুদ্ধি
খোলামেলা ছারেখারে গেলে—সুফলা মাটিতে
যখনি গজাবে গাছ, কাঁটাঝোপ আর তিক্ত ফলে
মানুষের সাথে সাথে—বেড়ে চলা লম্বা গলা
ঘাড়ে ও গর্দানে—বড়ো বড়ো নখে
মানুষেই বিকৃতিতে
সারা গায়ে ছাপ-ছাপ ব্যথা ফুটে ওঠে।

দোঁহা সব শিখে যায়—গানের সময়ে
যড়জে-পকড়ে-মিলে, সব খেলা শেষে
প্রণামান্তে ঘরে ফেরে গায়কী স্বভাব
ঝোলা ভরা থাকে—কখনো হিসাবে
সব মিছা হয় যেমন অভাব।

হিসাব নির্ভুল হয়। ডুবে থাকা, ভেসে ওঠা
সব নিয়মের থাকে। জলে ও বায়ুতে
একই সংগতিতে
কখনও ভুল নয় ওঠা আর নামা।

ডুব দিলে জলতল, অথবা নাকাল
জলে মেশে ঝোলা, ঝোলার ছড়ায়
মুখগুলো রঙচটা, অথবা বাচাল;
দোঁহার নায়ক সঙ, একান্ত সভায়
সব খুলে ফ্যালে সাজ বিষাদের ভাঁড়

যেহেতু সুতিথি আজ পূর্ণ একাদশী
কেউ নয় মহাজ্ঞানী, কেউ নয় দোষী···

ভূমানেত্র জলদেবী সজল দেখায়।

বেহুলার টিপ

অশরীরী বর্ষা নামে শ্রাবণের পরে
শীত, আলকুশী শীত
হাঁ-মুখে প্রস্তুতি আর নিমগ্ন পাকস্থলীতে
খাদ্যাভাব নিয়ে বিকেলে দুলছে ভেলা
যে ভেলায় ভেসেছিলো বেহুলার পতি শ্রীমৎ লখিন্দর।

কোথায়ও বারুদ আছে? কিসের গোপন?
তাই কি তোমাকে রেখেছে আগুন ভুলিয়ে-ভালিয়ে?
যে-টুকু শুক্‌নো ঘাস, আধপোড়া শাড়ী
বুকের তিক্ততা আর জলন্ত চিতাতে
এভাবে অস্তিত্ব রাখা? নাকি, তুমি-ই অবুঝ।

তবুও শীতল রক্তে—তুমি ভ'রেছিলে
তোমার স্বভাব। কোনো বিষাদের সুরে
গান লেখা হলে, কোনো অন্তরায়—
সুবদ্ধ যাজ্ঞিক ভেলা, খুব আয়োজন
তুমি দিতে পার ছারখার করে?

এদিকে পচার দেহ আর দেহের পচায়
সব ভ'রে গেছে স্বদেশ আমার···

সন্ধ্যায় সূর্যের রঙে আগুন প্রতীক বোঝে।
নিজস্ব মোহিত রূপ, জনাকীর্ণ ভূমি
খুঁজে পেতে ক্ষুধার্ত গহ্বর
পেয়েছে অলীক ধন
বেহুলার লাল টিপ, কপালে সুন্দর।

সেই স্মৃতি ফুটে থাই জলন্ত হাওয়ায়।

দোষী মহাজন

কং—

—কাল-ময় এই ভারত—

—বর্ষেই একটুতেই

অভিমান ক'রে উল্টে দেয়

দুধের বাটি।

আমরা নেতাবন্দী।

আমরা নেতাবন্দী।

তলে-তলে তেলে মিশে

তলিয়েও যেতে পারি, অথবা

ভাসমানের সূত্র মেনে

ভেসে উঠতেও পারি ফস্—

—ফরাসের দ্যুতির মত

যে-টুকু তাঁহারা

মুখে মেখে

চলে যান শ্বেতদ্বীপে

আমাদের

কালো কালো মুখগুলো ভেবে।

এখন সুবিধা অনেক

নোনা জলে মিশে

আছে পিচ্ছিল ক্লেদ

স্বেদ জলে মিশে আছে

খুনের স্বনন—আর

লজ্জা নেই। পিছ্‌লে

যাবোই তো আগে

ছুটলে ..

আমি-তুমি দুখীজন
দোষী মহাজন।

হ্রদ

হ্রদে খুব ঘুম থাকে প্রশান্ত অবোধ।

কেউ ঘুম আনে ? হ্রদে কেন ঘুম থাকে ?
জল জেনে জল জলের জীবন। ছল্‌ছল্‌
প্রাত্যহিক চটুলের সাথে বিশিষ্ট বাস্তবে
জলে ঘুম মিছা। জলে ঘুম হলে
বস্তু, মাটি, নিষ্ঠা আর পাখি…আর সব
কোথায় তলিয়ে যেত মৃত্যু হাতে নিয়ে।

জল বুকে জল জলের সাহস। তাই জীবনেই
সাড়া লাগে। মৌলিকে-সুসমে, ধাতব জটিলে
সব গিঁট খুলে থাকে খুব খোলামেলা
জলের চাঞ্চল্যে ঘুম, কোথাও নিশ্চয় নয়
তবুও ঘুমেই হ্রদ, যেন কতকাল
এমন নিবিষ্ট মতি শুদ্ধ যাজ্ঞিকের।

জল বুঝে জল জলের বিলাস।
বিলাসে মাতঙ্গী নদী খোলা মাঠ পথঘাট
সব ধুয়ে ফ্যালে জলে।
জল ধুয়ে জল জলের ভিতর
এক বোধ আসে,—নির্বিবাদে
খুশি নদী থেমে হ্রদে একটু জিরায়।

জীবনেই এই বোধ নদী জীবনে ছড়ায়।

জিশিতাকে

আমি কেন যাবো রাতে ভিজা পথে-ঘাটে ?

শরীরে বিকার জ্বর। চৈতন্যের পোকা
তিন খুঁটি খেয়ে ফেলে চারে দাঁত কাটে।
কড়ে আঙুলের খুঁটে শাড়ী গিঁট মেরে
যে-মেয়ে যেতেছে স্নানে,—লজ্জা পরিহারে
তাকে কেন দেখে নেবো দেয়ালেতে আঁকা ?
কুসুম শয্যায় যাকে দ্বৈতযুদ্ধে ডেকে
পেয়েছি অনেক নাম। বড় গাড়ী, ধাম
দিনান্তে শাকান্ন ভোজে ঢেঁকুরের ফাঁকে
তাকেই দিয়েছি আমি বিলাসিনী নাম।
প্রবাসী সৈনিক দেখে মুগ্ধ তনুরুচি
সর্ব্বসাকুল্যে সে-দেহে একশ একাশি
বারুদী ছাপের ফেরে মন মজে গেলে
বাসরে গলানো নাক কুব্জ মন্থরার
আমিই কেটেছি কান সেই যুবাকালে…
একা একা হেঁটে যাব মধ্যআল ধরে
কেন যে মরতে যাব নিশিতে আবার
কেউ কি বোলায় হাত এ তপ্ত শরীরে !

কবিতা এমনি

যদি বাঁধ ভেঙ্গে দাও, তবে সত্যব্রত
কেন বলেছিলে,—'শুরুতে অসীম চেষ্টা
আর মেধা নিয়ে চিনে নিতে হবে সেই মাটি ?'

আমি কথামত মাটি-ফাটি ঘেঁটে
এবার চিনেছি মাটি আঠালো রসের
ছোট-ছোট কাঁকর-পাথর সব
বেছে-বুছে মাটি, ছেনে-ছেনে হাতে পায়ে
ও বুকেও জেনেছি তার শীতলতা, আর
আবেগে ঘনিষ্ঠ দৃঢ় আরো গুহ্য ক্রিয়া—অথবা
আরো কোনো মহতের আরো কোনো টানে

মাটি ভাঁজ করে আগুনে ভাটায়
তাপ ঠিক রেখে ইটের পাঁজায়
আমিই গড়েছি সৌধ বাঁধের বিকল্পে।

তুমি বাঁধ ভেবে নিয়ে প্রয়োজনে ভাঙো ?

যদি বাঁধ ভেঙ্গে দাও, তবে সত্যব্রত…
সৌধ ভেঙ্গে গেলে
ইট খসে গেলে
ইট ভেঙ্গে গেলে
ছ্যাক-ছ্যাক শব্দ হবে ভিতরের তাপে।

তবে সত্যব্রত
সেই শব্দে অবিচল থাকবে তো প্রিয় ?

ভাসানে নয়

ভাসানের মন নাই। মূর্তি
ঘরে রেখে দেব। 'ঝপ্' শব্দে জলের
বর্তুলতা ফিরে এলে
কেন্দ্রবিন্দু ও ঘনিষ্ঠে—আলিঙ্গনে তবে
মন নাই। মনে হয় স্ববিরোধ
একান্ত আবেগ স্বার্থে আর কুলাচারে
বড্ড ক্ষতি রাখ-ঢাকে এই চতুরতা।

ভালো থেকে লেখা যায় বিলাপের কাব্যাদর্শ,
মনীষার ক্ষয় হয়। সত্যাসত্য বিচারে
এ বঙ্গ আসরে এমন কত যে শ্রুতি
পাঁচালী নামতার রীতি
বুনে-বুনে বর্ষাকালে, শীতের সত্বরে
আলোয়ানে দেহ ঢাকে, নিরাপদ জাতি।

শমী রাতে মহালয়া আড়ম্বরে আসে।
দূরে নৌকা জলস্রোতে—এখানে স্থাবর
দৈহিক কামনাগুলি দেহহীন হয়ে
ধর্মান্ধ মশারী সাথে যোগীর আসনে
কবন্ধ মশারী সাথে দেহ খুঁজে পেলে
জন্মান্ধ মশারী ভাসে অচিনের দেশে।

ক্রমাগত শবাধারে মনে আশা নাই
দধীচির সাধ পাখি হয়ে উড়ে গ্যাছে
বাতাসে বিষের যৌগ যৌনতায় পাই
রাশি রাশি মরা শিশু একজোটে আসে,
এদিকে ভাতের পাতে একঘর জুটে
ভুল করে হাত পাতে, হাতে হাত নাই।

মৃত্তি ঘরে রেখে দেব। ঘরে আছে আরশোলা
পিঁপড়ার বাসা. খুঁটে খুঁটে খাবে—
এমনিতেই সময়ে
সব ঝরে যাবে, নিজস্ব আদল যাবে
কফিন ধরণে, ঘরেতেই থেকে যাবে আমার নিষ্কর্ষ
শুষ্কতায় শুষে গেলে ভণিতার লালা
পেয়ে যাব এক বোধ বোধন-মননে।

মাছ (১)

গ্রামে গাছ ভ'রে ছিল। ঝরার ঋতুতে, ফুল-পাতা
উড়ে ভাসে নদীর শরীরে। খুব খুশি গ্রামোৎসবে
ডাল পাতা ফুল নিয়ে লোকে খেলা করে।
খেলাশেষে, অপচয়ে পাতাগুলো, কখনও মোটা ডাল
নদীবুকে জলে ভাসে, দৈবাৎ আধ-জ্বলা
পলাশের ফুল-ডালে, ফুলে ও আগুনে
মানে, লাল রঙে, নদীও কিশোরী ভাপে
বুকে রেখে তিনদিন, মিশিয়ে শরীর ভাঁজে, ঋতুকালে
ছেনাল স্বভাবে হাসে খুব এলেবেলে।

গর্ভস্থ ভ্রূণের স্থিতি নদী টের পায়,
তোলপাড় জলের হৃদয়ে, সরে ভাসা নদী
মধ্যভাগে অন্তরীণ,—পোয়াতির ভারে
লাল শিশু মনে ভাবে পলাশ আদলে।

প্রসবের তোড়জোড়। বরফের চাঁইগুলো
ধীরে ধীরে জল ছাড়ে, ওষধি জলের ছাঁট
নদী পেটে লাগে। লাল রঙ পলাশের
গ'লে গেলে জলস্রোতে—মানসী কন্যাই তবে…
মেঘনার তলপেটে ঘাই মারে মাছ।

গ্রামোৎসবে ধুমধাম। গাছে ও মাছে
আজ লোকেরা ছুটি নিয়েছে সব রকমের কাজে।

মাছ (২)

মাছ, মনে হয় জলজ উদ্ভিদ এক
উদ্ভিদের গুণাবলী মাছে মিশে গেলে
মাছও দোষের কিছু বিনাশর্তে রাখে
কোনো ভেক নয়, লীলায়িত চলা তার সাবলীল থাকে।

উদ্ভিদের হাঁটাচলা—যাতায়াত আর বংশবৃদ্ধি
মাছেও তদ্রূপ জানি, দেহ আকর্ষক রেখে
(মাঝে-মাঝে ঘসা-মাজা) মাছও ছেনালি জানে
কখনও দলছুট ; দু'দণ্ড কাটিয়ে আসে
গভীরে নিবিড়ে জলের সুসমে—পরে দলে মিশে
মুখ ধুয়ে কুলকুচি, কান্‌কোতে ছাঁকা যায় শুদ্ধি।

তিন যুগে ভেসে থাকা চারের যুগের
জলে ভার রাখে মাছ শরীরে ও মনের ;
একপায়ে স্থির থাকা গাছের স্বভাবে
মাছে ঘোর লাগে, ঊর্দ্ধমুখ খোলা চোখ
মাছের বিনতি। জলের জগতে গোল ছোট বুদ্‌বুদ্
কোথায়ও মিলাবে ঠিক আবেগের দেশে।

মাছ, মনে হয় সরল উদ্ভিদ এক
ফুলপাতা মেলা থাকে, কোনোটাতে কাঁটা
নিয়মের দাগটানা দেহে আঁকা হলে
মাছেও গোত্রের ক্ষতি, ভিন্ন নামে ভয়
অপিচ সুসাধ্য হয় মনুষ্য-বাচক রুচি
পাচকের হাতে মাছ খাদ্যাভাসে শুচি।

মাছ, মনে হয় মনুষ্য-আদলে এক
দ্বেষ-ঘৃণা, পাপ, ভয় সব বুকে বুঝে
পিঠের গাঁটের কাঁটা তবু সোজা রাখে

ছাড়া-ছাড়া হাড়গুলো নরমে বিন্যাসে
ইহারও গন্ধে জাগে প্রেমের নির্য্যাস ;
সত্যবতী-পরাশরে 'ব্যাসদেব' ভাবে
এইকথা জনগণে বহুদিন রবে।

স্বভাবে মাছেও ঝুঁকি। ঘোরতর মেঘদিনে
প্রকৃতি বিষায় সব। চারপাশ বেড়া সব খসে পড়ে
নিমেষের খোলাদ্বার। জল শিস্ দেয়
সব টুবুটুবু,—জলে কালি গেলে
জলজ স্বভাবী মাছ ছাড়ে গৃহভার।

এই মাছ উঠে এলে খোলা বারান্দায়
মাছ নিয়ে রতিক্রিয়া খেলায়-খেলায়।

এক কালো রাতে

"আমরা এক সোনার গ্রামে যাব
সেখানে এক পূর্ণিমা দেখব।"

—একটি মারাঠী লোকসংগীতের অংশ

খুব রোদ আজ। খুব আলো
সূর্য ভেঙ্গে ভালবাসা খুব ঝরলেও
কোথায়ও ভগ্নস্বরে কেউ নিন্দা করে।
কেউ রোদে কষ্ট পেলে, আলো তীব্র হলে

বিনাশের লক্ষ্য যেন ব্যর্থ হয়। তবুও নিয়মে
সব কিছু ঘটে থাকে, যেমন স্বভাব।

রোদ লুকোচুরি খেলে, শরীরের সব দাগে
ছায়া ঘুরে গেলে, রোদেও অসুখী রঙে
ছায়া-ছায়া দাগ-দাগ ব্যথা ফুটে ওঠে।

বিকাশে বিলাস ভালো। থেমে থেমে
কখনও দ্রুত তালে, লয়ে—বিকাশে
রমণ ভালো—আর আড়ম্বরে
জন্ম নিয়ে ছুটে আসে এক প্রবণতা।

আমরা খেলায় যাব। খেলামাঠে
ঝোপ আছে ; কাঁটাঝোপ থেকে আলোর স্মরণে
ফুল-ফুল নানারঙা রোদ হাতে পেলে
আমরা মেলায় যাব। মেলা ঘুরে ফিরে
হাতে-হাতে রোদ বিলি করে, আমরা
রোদেও যাব, যদি সন্ধ্যা শেষ।

হা হা মাঠ ধূলি-ভরা। কংকাল অসার
বিনাশের খোলা হাত মাঠে খেলা করে ;

যে-টুকু সঞ্চয় আজ ছোট ধূলিকণা
সূর্য হয়ে জ্ব'লে ওঠে আনন্দ-অপার।

সারারাত সূর্য জ্বলে ; রোদ সোনা-ঝরা
সারাদিন রোদ থাকে আলপনা আঁকা।

খুব রোদ আজ।   রোদে আঁচ বাড়ে
খুব রাত আজ।   রাতে আঁচ লাগে।
আমরা এক সোনার গ্রামে যাব
সেখানে এক পূর্ণিমা দেখব।